দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

Vol:7 Issue:47 The Voice Of Wadi RNI No.WBBEN/2014/56111 | ২৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি ● ২১ অক্টোবর ২০২২ ● ৩ কার্তিক ১৪২৯ ● শুক্রবার | সপ্তম বর্ষ | Postal Regn. No.:WB/TMK-49 অনুদান ৫ টাকা

কেরাত প্রতিযোগিতায় জনতার ঢল

গত ১৮ অক্টোবর মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের ময়না ব্লক ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্বনবি দিবস। এই উপলক্ষে সকাল থেকেই কেরাত ও নাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বসন্তচক পূর্বপাড়া আইসিডিএস মাঠে। ওই ইউনিটের আইমা কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা জেলা থেকে এমনকী বাংলার বাইরে বিহার, ওড়িশা, আসাম, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট থেকেও কেরাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রতিযোগিতা এসেছিলেন।

বিস্তারিত ৩-এর পাতায়

এক ঝলকে

গোটা বিশ্বে বিপর্যয় নামবে

● ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে ন্যাটো বাহিনী যদি কোনওভাবে রুশ সেনার সঙ্গে সংঘাতে জড়ায়, তাহলে তার ফল ভুগতে হবে গোটা বিশ্বকে। এমনই চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গত কয়েক দিনে ফের নতুন করে ইউক্রেনে হামলা চালাতে শুরু করেছে রুশ সেনা। প্রয়োজনে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকিও দিয়েছেন পুতিন। শুক্রবার কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'কোনওভাবে যদি ন্যাটো বাহিনী রাশিয়ার সেনার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়ায়, তাহলে গোটা বিশ্বে বিপর্যয় নেমে আসবে।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

আংশিক সূর্যগ্রহণ ভারতে দেখা যাবে

● সূর্য, চাঁদ আর পৃথিবী ফের এক সরলরেখায় আসছে। এবার তা আসছে অসমভাবে। ফলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে না। কিন্তু আংশিক সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে আগামী সপ্তাহেই। ২৫ অক্টোবর আংশিক সূর্যগ্রহণ। এই মহাজাগতিক ঘটনা ভারতের কোন কোন অঞ্চল থেকে দেখা যাবে, স্টারগ্যাজারদের মধ্যে জানার আগ্রহ তুঙ্গে উঠেছে। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে যখন চাঁদের উপস্থিতি ঘটে। তখন সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হয় চাঁদের দ্বারা। ক্রমেই চাঁদ ঢেকে দেয় সূর্যকে। পৃথিবীর বুকে চাঁদের ছায়া পড়ে। ফলে অন্ধকার নেমে আসে দিনের বেলাতেও। ২৫ অক্টোবর তা আংশিকভাবে ঘটবে।

বিস্তারিত ৫-এর পাতায়

এলিয়েনরা শীঘ্রই পৃথিবীতে!

● এলিয়েনরা এসে পড়ছেন প্রায়। এ বছরই তাঁরা পৃথিবীতে নামবেন, এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন টাইম ট্রাভেলাররা। তাঁরা জানিয়েছেন স্রেফ ৪ ডিসেম্বর উল্কাপাতের অপেক্ষা, তারপরই এলিয়েনরা এসে পড়বেন এই পৃথিবীতে। সম্প্রতি এনো অ্যালারিক নামে এক স্বঘোষিত টাইম ট্রাভেলর পাঁচটি ভবিষ্যদ্বাণী শেয়ার করে এই আগমন বার্তার কথা বলেছেন। এই পাঁচ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল এবছরই এলিয়েনদের সাক্ষাৎ পাবে বিশ্বের মানুষ। এই ডিসেম্বরেই এলিয়েনদের সঙ্গে দেখা হবে। এলিয়েনরা ৪ ডিসেম্বর একটি উল্কায় করে পৃথিবীতে অবতরণ করবে।

বিস্তারিত ৭-এর পাতায়

রাস্তা নির্মাণে 'বিরাট' দুর্নীতি
প্রতিবাদে রাজ্য সড়ক অবরোধ আইমার

নিজস্ব প্রতিনিধি: পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রতাপপুর থেকে বিজয়নগর পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার হয়েছে বলে আগেই অভিযোগ উঠেছিল বিভিন্ন মহল থেকে। এবার সেই রাস্তা নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীরা। গত ১৮ অক্টোবর মঙ্গলবার পাঁশকুড়া-তমলুক রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় পাঁশকুড়া-১ নম্বর ব্লকের অধীন এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১০.৭৮৫ কিমি। চলতি বছরের মার্চ মাসে নতুন করে রাস্তাটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে। কিন্তু এক বর্ষা না যেতেই তার কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়ে। বেহাল রাস্তায় যান চলাচল সহ মানুষের যাতায়াত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তারই প্রতিবাদে পথ অবরোধে সামিল হন আইমার কর্মীরা। অবরোধের ফলে যানজট শুরু হলে পাঁশকুড়া থানার আইসি এসে আইমা নেতৃত্বকে অবরোধ

তুলে নেবার জন্য অনুরোধ করেন। আইমার দাবিদাওয়াগুলো খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। আইসি আরও জানান, কলকাতার 'চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং' নামের যে নির্মাণ সংস্থাকে রাস্তা নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাদের সঙ্গে চুক্তি বাতিল হয়েছে। তিনি জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলে যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা নেবার প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যদিকে আইমা নেতৃত্ব মহম্মদ হাবিব রহমানের দাবি, রাস্তা যেখানে নতুন করে নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে সেখানে মেরামতের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় যে বোর্ড লাগানো হয়েছে রাস্তার ধারে সেই অনুযায়ী কাজ করতে হবে বলে জানান তিনি। এ ব্যাপারে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ থেকে শুরু করে পাঁশকুড়া পৌরসভার পৌরপিতা বা নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের কাছে জবাবদিহি করলে তাঁরা কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। তাঁরা একে অন্যের ঘাড়ে দোষ ঠেলতে ব্যস্ত বলে অভিযোগ আইমা নেতৃত্বের। ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবাই লুকোচুরি খেলছেন, কাটমানি খেয়ে আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে আছেন শাসকদলের নেতারা, এমনটাই অভিমত আইমা নেতৃত্বের।

এদিকে আইমার পাঁশকুড়া ব্লকের সম্পাদক সেখ হাসানের নেতৃত্বে সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতিকে নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়েছে তার সঠিক তদন্ত করে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানান।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিলকিস-কাণ্ডে সর্ষের মধ্যেই ভূত!
ধর্ষকদের মুক্তিতে কেন্দ্রের মদত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে গত ১৫ আগস্ট লালকেল্লায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, ''কথায় এবং আচরণে আমরা যেন এমন কিছু না করি, যা মহিলাদের মর্যাদা ক্ষুন্ন করে। সব ভারতীয়র কাছে একটাই অনুরোধ, আমরা কি দৈনন্দিন জীবনে মহিলাদের প্রতি মনোভাবে পরিবর্তন আনতে পারি না?'' ঠিক সেইদিনই গুজরাত সরকার বিলকিস বানোকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ১১ জনকে 'ভালো আচরণে'র জন্য জেল থেকে মুক্ত করে দেয়। উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা আবার ওই খুনি-ধর্ষকদের গলায় মালা পরিয়ে মিষ্টিমুখ করায়। যা নিয়ে দেশজুড়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এবার আরও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তি প্রসঙ্গে কেন্দ্রের নাম জড়িয়ে যাওয়ায়। সুপ্রিম কোর্টে গুজরাট সরকারের পেশ করা কিছু নথিপত্র থেকে জানা গিয়েছে, বিলকিস বানো গণধর্ষণ-কাণ্ডে দোষীদের সাজা মকুবে সায় ছিল কেন্দ্র সরকারের। কেন্দ্রের কাছে বিলকিসের ধর্ষণে দোষীদের সাজা মকুবের আর্জি জানিয়েছিল গুজরাট সরকার। এক্ষেত্রে সিবিআই ও বিশেষ আদালতের তীব্র আপত্তি থাকলেও তা মানেনি বিজেপি তথা কেন্দ্র সরকারের সেকেন্ড ইন চিফ অমিত শাহর অধীনে থাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। গুজরাট সরকারের আর্জি মেনে মাত্র দু'সপ্তাহের মধ্যেই ধর্ষণ ও খুনের মতো নৃশংস অপরাধে যুক্ত দোষীদের সাজা মকুব করে দেওয়া হয়।

সমালোচকদের মতে, আসলে সর্ষের মধ্যেই ভূত লুকিয়ে ছিল। কারণ, এত বড় একটা স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে মোদী-শাহরা জানবেন না, এটা বিশ্বাস করা যায় না। এখন সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে কেন্দ্রের এই লুকোচুরি আর চাপা রইল না। শীর্ষ আদালতে জমা দেওয়া নথি থেকে আরও জানা গিয়েছে, গত ২৮ জুন গুজরাট সরকার কেন্দ্রের কাছে খুনি-ধর্ষকদের মুক্তি দেবার আবেদন জানায়। তার মাত্র দু-সপ্তাহের মধ্যেই সেই

আবেদন মঞ্জুর করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সমালোচকরা বলছেন, বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তি যে কাদের নির্দেশে হয়েছে সে কথা না বলে দিলেও চলে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকারের উদ্দেশ্য নিয়ে। কারণ, দোষীদের সাজা মকুব করার প্রস্তাব সমর্থন করেছিল গুজরাট সরকারের তৈরি যে উপদেষ্টা কমিটি তাঁদের প্রায় সকলেই বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। ফলে দুইয়ে দুইয়ে চার করতে অসুবিধা হয় না।

এদিকে প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ করেছেন। 'ভারত জোড়ো' যাত্রায় রাহুল এই মুহূর্তে সফর করছেন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। প্রধানমন্ত্রী মহিলাদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। 'উনি ধর্ষকদের পাশে' বলেও মোদীকে তীব্র কটাক্ষ করেন রাহুল। তাঁর টুইট, ''লালকেল্লা থেকে মহিলাদের সঙ্গে থাকার কথা বলেন, কিন্তু উনি আসলে ধর্ষকদের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও প্রকৃত উদ্দেশ্যর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট।''

অন্যদিকে বিলকিসের ধর্ষকদের মুক্তি দেওয়া প্রসঙ্গে সাফাই দিতে গিয়ে বিতর্কের আগুন আরও উসকে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। তিনি বলেছেন, ''যখন সরকার এবং কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন এর মধ্যে আইনত কোনও ভুল দেখছি না।'' কেন্দ্রীয়মন্ত্রীর এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছে বিরোধী দলগুলো-সহ একাধিক নারীবাদী ও সামাজিক সংগঠন।

এর পর দুয়ের পাতায়

বিধানসভার ফলে মিলবে কি ২৪-এর ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইতিমধ্যেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে হিমাচল বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। তারপর মোদী-রাজ্যে ভোট। ২০২৩-এ আরও একাধিক রাজ্যে নির্বাচন রয়েছে। তবু রাজনৈতিক মহলের নজর যেন ২০২৪-এ। এখন প্রশ্ন আসন্ন বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচন কি ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের মহাসংগ্রামে প্রভাব ফেলবে। বা সামগ্রিক একটা ভোট-চিত্র তুলে ধরবে? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ মনে করছে, গুজরাট বা হিমাচলের নির্বাচনে কী ফল হল, তার সঙ্গে ২০২৪-এর নির্বাচনের কোনও মিল নেই। ২০২৪-এর নির্বাচন আলাদা একটা নির্বাচন, তা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকে। অর্থাৎ গুজরাট-সহ যে সমস্ত রাজ্যে নির্বাচন লোকসভা নির্বাচনের আগে হবে, সেগুলি ২০২৪-এর চাবিকাঠি নয়।

শুক্রবার নির্বাচন কমিশন হিমাচল প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে। গুজরাটেও ভোট হবে ২০২২-এর শেষে। তারপর ২০২৩-এর শুরু থেকে একে একে ভোট ত্রিপুরা, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, কর্নাটক, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদে, মিজোরাম, রাজস্থান, তেলেঙ্গানায়। কেন্দ্রের সরকার নির্বাচনের ভোটের আগেই এই সব রাজ্যে ভোট হয়ে যাবে। অর্থাৎ ভোটারদের মনও বোঝা হয়ে যাবে। কিন্তু সেই ফলাফল যে ২০২৪-এর নির্বাচনে প্রতিফলিত হবে, তা নয়। এটা ঠিক যে কেন্দ্রীয় নির্বাচনের আগে যদি কোনও রাজ্যে একটা দল হেরে যায়, তার মনোবল হালকা ধাক্কা খায়। আবার পক্ষান্তরে সে ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ারও সময় পায়। শাসকদল যদি হেরে যায় তবে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিরোধীদের মানসিক শক্তি জোগাবে, কিন্তু রাজ্যের নির্বাচনী ফলটাই যে প্রতিফলিত হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। ২০১৯-ই তার প্রকৃষ্ট উদাহারণ। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের আগে ২০১৮-য় কংগ্রেস মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ে জয় লাভ করে। বিজেপিকে হারিয়ে মনোবল তখন তুঙ্গে কংগ্রেসের। ২০১৯-এ পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর।

এর পর দুয়ের পাতায়

জনাদেশের মর্যাদা রাখতে পারিনি। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে শেষ পর্যন্ত ইস্তফা দিলেন লিজ ট্রাস। মাত্র দেড় মাস প্রধানমন্ত্রী পদে ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার পদত্যাগের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ট্রাস বলেন, মানুষের রায়ের মর্যাদা রাখতে পারিনি। সেই কারণেই পদত্যাগ।

মহারাষ্ট্রে বিজেপির ঘরে ঢুকে হারাল কংগ্রেস

পঞ্চায়েতে বিপুল জয়ে অক্সিজেন উদ্ধব শিবিরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি বিজেপি মহারাষ্ট্রে মহাজোট সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতার অলিন্দে এসেছে। ক্ষমতা দখলের লোভে বিজেপি শিবসেনায় বিভাজন ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ। এই পরিস্থিতিতে মহারাষ্ট্রের পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোর ধাক্কা খেল বিজেপি। কংগ্রেস নাগপুরের মতো বিজেপি-গড়ে গেরুয়া শিবিরকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ল। মহারাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন বিজেপি-শিন্ডে শিবিরকে হারাল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোট। ফলে ফের মহারাষ্ট্রে অক্সিজেন পেল শিবসেনার উদ্ধব শিবির।

সম্প্রতি ক্ষমতা হাতছাড়া হয়েছে। উদ্ধবের নেতৃত্বে শিবসেনা-কংগ্রেস-এনসিপি জোটের সরকার ভেঙে গিয়েছে বিজেপির ভাঙনের খেলায়। এমনকী শিন্ডে শিবিরের সঙ্গে যুদ্ধে উদ্ধবকে খোয়াতে হয়েছে দলের প্রতীকও। তারপর মহারাষ্ট্রের নাগপুরে পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি মোক্ষম জবাব পেয়েছে। নিজেদের গড়েও শোচনীয় হার হজম করতে হয়েছে বিজেপিকে। কংগ্রেস পেয়েছে সাফল্য। যা শুধু কংগ্রেসকে নয়, শিবসেনা-এনসিপিসহ পুরো বিরোধী জোটকেই অক্সিজেন জোগানোর পক্ষে যথেষ্ট। মহারাষ্ট্রের পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ১০৭৯ আসনের মধ্যে বিরোধী মহাজোট অর্থাৎ কংগ্রেস-শিবসেনা-এনসিপি জয় পেয়েছে ৪৬৪টি আসনে। আর শাসক জোট অর্থাৎ বিজেপি-শিন্ডে শিবিরের জয় ৩৫৭টি আলনে। ২৫৮টি আসনে জিতেছে নির্দল ও অন্যান্যরা। শাসক দলের থেকে ১০৭টি আসন বেশি পেয়েছে বিরোধী জোট, এটাই তাদের ফের লড়াইয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে মহারাষ্ট্রে।

বিজেপির একটাই স্বস্তি, তারা একক বৃহত্তম দল হয়েছে। একা বিজেপি পেয়েছে ২৩৫টি আসন। আর কংগ্রেস দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে পেয়েছে ১৩৪টি আসন। শিবসেনার উদ্ধব শিবির পেয়েছে ১১০টি আসন। এনসিপির দখলে ১২৮টি আসন। আর বিজেপির সঙ্গে জোট করে শিবসেনার শিন্ডে শিবির পেয়েছে ১১৪টি আসন। এই ফলে প্রমাণিত উদ্ধব শিবিরের প্রতি এখনও যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে মহারাষ্ট্রের। মহারাষ্ট্রের নাগপুর জেলায় সবথেকে চাঞ্চল্যকর ফল করেছে কংগ্রেস। এই জেলা বিজেপির গড় বলে পরিচিত। সেখানে কংগ্রেস চমক দিয়েছে। ১৩টি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন পদের নয়টি এবং ডেপুটি চেয়ারপার্সন পদের আটটিতে জয়ী হয়েছে।

এর পর দুয়ের পাতায়

মল্লিকার্জুনের হাতে ব্যাটন
সুদিনের অপেক্ষায় কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি: গান্ধী পরিবার ঘনিষ্ঠ মল্লিকার্জুন খাড়গের হাতেই শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের রাশ উঠল। প্রায় আড়াই দশক পর কংগ্রেসে নতুন সভাপতি এলেন। যে সময়ে কংগ্রেসের দায়িত্ব নিলেন নয়া সভাপতি, তখন কংগ্রেসের চরম দুর্দিন চলছে। কংগ্রেস লড়ছে অস্তিত্বরক্ষার লড়াই। এই অবস্থায় কি মল্লিকার্জুন হাল ফেরাতে পারবেন কংগ্রেসের। আবার ফিরবে সুদিন!

২৫ বছর পর নেহরু-গান্ধী পরিবারের বাইরের কেউ কংগ্রেস সভাপতি হলেন। সীতারাম কেশরীর পর মল্লিকার্জুন খাড়গে। সেইসঙ্গে তিনি দ্বিতীয় দলিত নেতা যিনি কংগ্রেস সভাপতি হলেন। হারালেন দক্ষিণেরই আর এক নেতা শশী থারুরকে। গান্ধী পরিবার সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে তাঁকেই ধরে নিয়েছিল বিশেষজ্ঞ মহল। তাঁর হাতেই ব্যাটন। তিনি কংগ্রেসের উত্তরণের কাণ্ডারি। অশীতিপর মল্লিকার্জুনের জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না, তবে তিনি কতটা গান্ধী পরিবারের প্রভাবমুক্ত থাকতে পারবেন, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে গান্ধী পরিবার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় তাঁর একটা মস্তবড় সুবিধাও থাকবে। তিনি কীভাবে দলকে পরিচালনা করেন, দলের নতুন কী কৌশল আনেন, কংগ্রেস নেতৃত্ব কতটা সক্রিয় হয়ে ওঠেন তাঁর নেতৃত্বে, তিনি কতটা দলকে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মুক্ত রাখতে পারবেন তার উপরই নির্ভর করবে শতাব্দীপ্রাচীন দলটির ভবিষ্যৎ।

২০১৪ সালের পর থেকে কংগ্রেস কতিপয় সাফল্য পেয়েছে। বেশিরভাগ নির্বাচনেই কংগ্রেসকে হারতে হয়েছে। রাহুল গান্ধী সভাপতি হওয়ার পর কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সাফল্য পেয়েছিল ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে। কিন্তু ২০১৯-এ তাদের মুখ থুবড়ে পড়ে। তারপর থেকে বিভিন্ন রাজ্যে তাদের হাল আরও খারাপ হয়েছে। সম্প্রতি পাঞ্জাবে কংগ্রেস জোর ধাক্কা খেয়েছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপের কাছে তাদের শোচনীয় পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। ইত্যবসরে কোনও রাজ্যেই নির্বাচন জিততে পারেনি কংগ্রেস। উল্টে হারাতে হয়েছে পাঞ্জাব। গোয়ায় শাসক-বিরোধী হাওয়া থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস জিততে পারেনি। উত্তরাখণ্ডেও সুবিধাজনক জায়গায় থেকে হারতে হয়েছে কংগ্রেসকে। উত্তরপ্রদেশে তো কংগ্রেস মুছে গিয়েছে প্রায়। আবার সামনে হিমাচল প্রদেশ ও গুজরাতের নির্বাচন। এতদিন এই রাজ্যে বিজেপি ও কংগ্রেসের ফেস টু ফেস লড়াই হত।

এর পর দুয়ের পাতায়

পাকিস্তানে কামব্যাকের ইঙ্গিত ইমরানের

ইসলামাবাদ: ক্ষমতা হারানোর ছ' মাসের মধ্যেই পাকিস্তানে জোরালো প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। দেশে সদ্য সমাপ্ত উপনির্বাচনে আটটির মধ্যে ছ'টি আসনেই জয়ী হয়েছে ইমরানের দল তেহরিক-ই-ইনসাফ। এর ফলে পাকিস্তানে জাতীয় নির্বাচন এগিয়ে আনার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের উপরে চাপ বাড়াতে পারবে ইমরানের দল। পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, ইমরান খানের দল আটটি আসনেই লড়াই করে ছ'টিতে জয়ী হয়েছে। অন্যদিকে পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি বাকি দু'টি আসনে জয়ী হয়েছে। গত এপ্রিল মাসে আস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতা হারান ইমরান। ইস্তফা দেন ইমরানের দলের ১৩১ জন সাংসদ। সেই আসনগুলিতেই ধাপে ধাপে উপনির্বাচন হচ্ছে।

ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সভা করছেন ইমরান। সেগুলিতে ভিড়ও হচ্ছে চোখে পড়ার মতো। প্রতিটি সভাতেই দেশের নির্বাচন এগিয়ে আনার জন্য পিপিপি সরকারের উপরে চাপ বাড়াচ্ছেন ইমরান। এই মুহূর্তে পাকিস্তানে চূড়ান্ত চাপের মধ্যে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সরকার। কারণ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। পাকিস্তানের ক্রেডিট রেটিং কমিয়ে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মূল্যায়ন সংস্থা মুডিজ। এই পরিস্থিতিতে বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে পরিত্রাণ পাওয়ার পথও বন্ধ হচ্ছে ইসলামাবাদের সামনে। তার উপরে সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই ক্ষমতাসীন সরকারের উপরে চাপ বাড়াচ্ছেন ইমরান খান।

আমেরিকাকে জিহাদ-হুমকি, রাশিয়াকে ধোঁকা

দুই সুপার পাওয়ারকে চ্যালেঞ্জ সৌদির

রিয়াদ: একদিকে আমেরিকা, অন্যদিকে রাশিয়া। যুযুধান মহাশক্তিধর দুই রাষ্ট্রকেই একসঙ্গে চ্যালেঞ্জ সৌদি আরবের। নাম না করে আমেরিকাকে 'জিহাদ'-র হুমকি দিল মধ্য প্রাচ্যের এই দেশ। আর রাশিয়া থেকে ফিরে ইউক্রেনকে বিপুল অর্থ সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন। বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক খনিজ তেল উৎপাদনকারী দেশের এহেন আচরণে হতবাক কূটনৈতিক মহল। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের দাবি, সৌদির এই আচরণের ফলে বড়সড় প্রভাব পড়তে পারে খনিজ তেল উত্তোলনে। সেক্ষেত্রে বিশ্ব বাজারে আরও দামি হতে পারে পেট্রোলিয়াম। যা ভবিষ্যতে ভারত-সহ এই উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলির চিন্তা বাড়াবে বলেই মনে করছেন তাঁরা। অন্যদিকে সৌদির এহেন আচরণের জেরে মধ্য প্রাচ্যের পরিস্থিত ফের অশান্ত হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেক বিশেষজ্ঞ।

সম্প্রতি সৌদি রাজপরিবারে সন্তান যুবরাজ সৌদ অল সালামের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। সেখানে তাঁকে নাম না করে আমেরিকাকে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, সম্পর্কে আবার সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনের খুড়তুতো ভাই হন তিনি। ওই ভিডিওতে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, যদি কেউ সৌদির রাজপরিবারের দিকে চোখ তুলে তাকায়, আমরা কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না। যাঁরা হুমকি দিচ্ছেন তাঁদের বলে রাখছি, আমরা জিহাদের আশ্রয় নেব। আরববাসী যে আত্মত্যাগ স্বীকার করতে পিছপা হবেন না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

খনিজ তেল রপ্তানিকারক দেশগুলির মধ্যে সৌদি আরব অন্যতম। অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ বা ওপেক-র মূল চালিকা শক্তিই হল মধ্য প্রাচ্যের এই দেশ। কিন্তু সম্প্রতি তেল উৎপাদনের পরিমাণ কমানো হবে বলে ঘোষণা করেছে সৌদির সরকার। কিন্তু এই নিয়ে আপত্তি জানায় আমেরিকা। তাঁদের দাবি, ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে এতে আদপে রাশিয়ার হাত শক্ত হবে। কারণ সৌদি তেল উৎপাদন কমিয়ে দিলে সেই বাজার চলে যাবে রাশিয়ার হাতে। তখন খনিজ তেল বিক্রি করে কোটি কোটি টাকা ঘরে তুলতে পারবে মস্কো। এই অবস্থায় সিদ্ধান্ত বলতে করতে আমেরিকার তরফে সৌদিকে চাপও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তার মধ্যেই সামনে এল সৌদির যুবরাজের খুড়তুতো ভাই যুবরাজ সৌদ অল সালামের হুঁশিয়ারির ভিডিও।

অন্যদিকে তেল উৎপাদন কমানো সংক্রান্ত সিদ্ধান্তের জেরে সৌদির উপর বেজায় খুশি ছিল রাশিয়া। দু'দিন আগেই মস্কো সফরে যান সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন। সেখানে নিজের কোট খুলে তাঁকে পরিয়েও দিতে দেখা গিয়েছে রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনকে। কিন্তু দেশে ফিরেই ভোল বদলান সৌদির যুবরাজ। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনে ৪০০ মিলিয়ন ডলার মানবিক সাহায্য পাঠানোর কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। সৌদির সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এই নিয়ে ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তিনি। পরে মহম্মদ বিন সলমনকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্যুইট করেন জেলেনস্কি। রাতারাতি এই অবস্থান বদলের ফলে সৌদির উপর ক্রেমলিন যথেষ্ট খাপ্পা বলেই দাবি কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

ইউক্রেনের প্রত্যাঘাত। রুশ রকেটকে গুলি করে নামাল সেনাবাহিনী। ইউক্রেনে চার্নিহিভ রিজিয়নের ক্রিপ্তি গ্রামে, বুধবার।

গোটা বিশ্বে বিপর্যয় নামবে, ন্যাটো বাহিনী নিয়ে চরম হুঁশিয়ারি পুতিনের

মস্কো: ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে ন্যাটো বাহিনী যদি কোনওভাবে রুশ সেনার সঙ্গে সংঘাতে জড়ায়, তাহলে তার ফল ভুগতে হবে গোটা বিশ্বকে। এমনই চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। গত কয়েক দিনে ফের নতুন করে ইউক্রেনে হামলা চালাতে শুরু করেছে রুশ সেনা। প্রয়োজনে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের হুমকিও দিয়েছেন পুতিন। শুক্রবার কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, 'কোনওভাবে যদি ন্যাটো বাহিনী রাশিয়ার সেনার সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়ায়, তাহলে গোটা বিশ্বে বিপর্যয় নেমে আসবে। আশা করি, যাঁরা এ সব কথা বলছেন, এর ফল কী হতে পারে সেটা তাঁরাও ভালভাবেই বোঝেন। গত এক মাসে ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলের দখল নিয়েছে রাশিয়া। এই

আগ্রাসী মনোভাবের নিন্দা করেছে রাষ্ট্রসংঘও। মঙ্গলবার জি-৭ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির পক্ষ থেকে হোয়াইট হাউস থেকে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে দিয়ে বলা হয়, রাশিয়া সত্যিই পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার করলে তাঁর পরিণতি হবে ভয়ঙ্কর।

জি-৭ গোষ্ঠীর সদস্য আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ইটালি, কানাডা, ফ্রান্স এবং জাপানের পক্ষ থেকে পুতিনের পরমাণু অস্ত্রের হুঁশিয়ারির নিন্দা করে বলা হয়, 'ইচ্ছাকৃতভাবে উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য রাশিয়ার আগ্রাসী পদক্ষেপ এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন ভাবে পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহারের হুমকির নিন্দা করছি আমরা। রাশিয়া যদি কোনও রাসায়নিক, জৈব বা পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার করে, তার ফল যে ভয়ঙ্কর হবে সে কথা মনে করিয়ে দিতে চাই আমরা।'

ইরানে স্কুলছাত্রীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ

হিজাব বিরোধী স্লোগানের জের

তেহেরান: সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করায়, নিরাপত্তাবাহিনীর মারধরে ইরানে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। আসরা পানহি নামে ওই তরুণী ইরানে আরদাবিল শহরের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। দেশজুড়ে হিজাব বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে এই ঘটনা, নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

নিরাপত্তাবাহিনীর মারধরে স্কুলছাত্রীর মৃত্যুর খবরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন ইরানের এক সাংবাদিক। মাসিহ আলিনেজাদ নামে ওই সাংবাদিক জানিয়েছে, ওই ছাত্রীকে জোর করে আরদাবিল শহরের একটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগদানের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শাসকপক্ষের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করে ওই পড়ুয়া। পরিবর্তে হিজাব বিরোধী স্লোগান দেয় সে। দাবি করে নারী জীবনের স্বাধীনতা। এরপর মারধর করা হলে, ওই ছাত্রীর মৃত্যু হয় বলে জানান মাসিহ। এদিকে, ইরানে হিজাব বিরোধী আন্দোলন পঞ্চম সপ্তাহে পড়ল। আন্দোলনকারী ও নিরাপত্তাবাহিনী সংঘর্ষে এখনও পর্যন্ত ২৩৩ জন বিক্ষোভকারীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। মার্কিন এক সমীক্ষায় জানা গেছে মৃতদের মধ্যে ৩৮ জনের বয়স ১৮ বছরের কম। হিজাব বিরোধী আন্দোলন থেকে এখনই পিছু হটতে নারাজ ইরানের মহিলারা। রাজধানী তেহেরান-সহ দেশের একাধিক প্রদেশে পথে নেমে চলছে আন্দোলন। প্রতিবাদীদের উপর গুলিও চালিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। তাতে ভয় পাওয়া তো দূরে থাক, এতটুকুও ক্ষোভ কমছে না ইরানির মহিলাদের। শুধু তাই নয়, আন্দোলনকে সংগঠিত রাখতে গত শতকের ইটালীয় লোকসংগীতকে অস্ত্র করছেন প্রতিবাদীরা। ইরানের রাস্তায় শোনা যাচ্ছে 'বেলা চাও, বেলা চাও'। বাধ্যতামূলক হিজাব পরা বন্ধ করতে ফ্যাসিবাদ বিরোধী এই গানকেও এখন হাতিয়ার করছেন ইরানের প্রতিবাদীরা।

অভিযোগ, হিজাব নিয়ে 'নীতি পুলিশির' অত্যাচারে ১৬ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় উত্তর-পশ্চিম ইরানের বাসিন্দা বছর ২২-র মাসা আমিনির। তাঁর মৃত্যুর পরই ইরানজুড়ে হিজাব নিয়ে শুরু হয় আন্দোলন। বাধ্যতামূলকভাবে হিজাব পরার আইন বাতিলের দাবিতে প্রতিবাদীরা তেহেরানের রাস্তায় জড়ো হন। 'হিজাব নয়, স্বাধীনতা ও সাম্য চাই', এই দাবিতে সোচ্চার হন তারা। পাশাপাশি, অনেক ইরানি মহিলা তাঁদের চুল কেটে ফেলেও সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

যদিও জেলে থাকাকালীন নীতি পুলিশের অত্যাচারে মাসা আমিনির মৃত্যুর কথা অস্বীকার করেছে ইরান সরকার। অসুস্থতার কারণে আমিনির মৃত্যু হয়েছে বলে ফরেন্সিক রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়। যদিও ইরানের প্রেসিডেন্ট এই আন্দোলনের পিছনে বিদেশি শক্তির মদতের অভিযোগ করেছিলেন।

বিবিধ

রাজ্য সড়ক অবরোধ আইমার

প্রথম পাতার পর

রাস্তা তৈরির ঠিকাদারকে বার বার বলেও কাজ না হওয়ায় তাঁরা জেলা পরিষদের সভাধিপতির কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন। তাঁর হাতে এই মর্মে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন তাঁরা। সবমিলিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইমা কর্মীদের যে লড়াই তাকে এক বাক্যে স্যালুট জানালেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মানুষ। আইমার এই বিরাট প্রতিবাদের সাক্ষী থাকলেন তাঁরা। প্রশাসন যদি মানুষের সুবিধার্থে আইমার দাবিদাওয়াগুলো মেনে না নেয়, তবে আগামীতে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আইমা নেতৃত্ব।

বিজেপির ঘরে ঢুকে হারাল কংগ্রেস

প্রথম পাতার পর

তিনটিতে জয়ী হয়েছে এনসিপি, মাত্র একটিতে জয় পেয়েছে শিবসেনার শিন্ডে শিবির। সব মিলিয়ে বিরোধী জোটের থেকে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে শাসক শিবির। রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, এই ফল প্রমাণ করেছে বিজেপির বিভাজন মানসিকতা এবং শিন্ডে-বিজেপির আঁতাত মেনে নিতে পারেনি মহারাষ্ট্র। তাই পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপিকে মোক্ষম জবাব দিয়েছে। নাগপুরের মতো গড়ে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে বিজেপি। একটি সভাপতির আসনও দখল করতে পারেনি বিজেপি। শিবসেনার উদ্ধব শিবির প্রতীক খোয়ালেও গোটা মহারাষ্ট্রেই ভালো ফল করেছে। কংগ্রেস-এনসিপি ও শিবসেনা উদ্ধব শিবিরের এই ফল আসন্ন নির্বাচনে চিন্তায় রাখবে গেরুয়া শিবিরকে। এবার বৃহন্মুম্বই পুরসভার নির্বাচনে।

বিলকিস-কাণ্ডে সর্ষের মধ্যেই ভূত!

প্রথম পাতার পর

তাদের অভিমত, মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশীর এই মন্তব্য ধর্ষকদের আরও উৎসাহিত করবে। ফলে সামাজিক অপরাধ বাড়বে বই কমবে না। অবিলম্বে এই মন্তব্যের জন্য তাঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত। তবে ঘটনা যাই হোক, সাধারণ মানুষ কিন্তু তাকিয়ে আছেন সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিকে। তাঁরা চাইছেন, শীর্ষ আদালত আবার দোষীদের জেলে ঢোকানোর নির্দেশ দিক। তাই আদালত কী করে সেদিকেই এখন নজর দেশের আমজনতার।

জিডি মেধাবৃত্তি বিতরণ মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমিতে

সাজ্জাদ হাসান

মুসলিম সমাজের মেধাবী দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মূল স্রোতে আনার জন্য মিশন বিপ্লব একটি মাইলস্টোন। আর এই মিশনগুলির মধ্যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা উল্লেখ যোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত এক দশক আগেও চিত্রটা ছিল অন্যরকম। মুসলিমদের শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য গঠিত মিশনগুলি এ

অন্যতম হাওড়া জেলার বাগনানে অবস্থিত মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমি। দীর্ঘ ২১ বছর ধরে সমাজকে মূলস্রোতে টেনে তোলার কাজে অঙ্গীকারবদ্ধ মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমি। একুশ বছর আগে শুরু হওয়া এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে। যিনি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন তিনি এখন আমাদের মধ্যে আর নেই। তিনি হলেন মরহুম ড. আবদুল মজিদ। তারই প্রচেষ্টায় ও বর্তমান ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমানে রাজ্য মেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারসহ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আর এই মিশনগুলোর গড়ে ওঠার নেপথ্যে যার অবদান সবচেয়ে বেশি তিনি হলেন শিক্ষা দরদী শিক্ষা অনুরাগী বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা পতাকা শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধার আলহাজ মোস্তাক হোসেন। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবৃত্তি দিয়ে থাকেন।

তার অর্থ উপার্জনের একটি অংশ তিনি শিক্ষা খাতে ব্যয় করে থাকেন। যাতে করে কোনো ছাত্র বা ছাত্রী অর্থের অভাবে সমাজের মূল স্রোতে হারিয়ে না যায়। তার জন্য তিনি রাজ্যজুড়ে এক্সটার্নাল মেধাবৃত্তি দিয়ে থাকেন। ১৬ অক্টোবর রবিবার মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমিতে জিডি মেধা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক মহম্মদ ফারুক। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা পতাকা শিল্পগোষ্ঠীর অন্যতম আধিকারিক আলহাজ সহিদুল ইসলাম খান বলেন শিল্পপতি ও সমাজসেবক মোস্তাক হোসেন সাহেব বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবৃত্তি দিয়ে থাকেন শুধুমাত্র শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য। ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যারা এখান থেকে মেধাবৃত্তি পাচ্ছ তোমরাও কিছু কিছু করে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করবে। তোমাদের উপর এটা দয়া নয় বরং এটা তোমাদের প্রাপ্য।

এই দিন প্রায় শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে এক্সটার্নাল মেধাবৃত্তি দেওয়া হয় । তা প্রায় ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার মতো। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২, অর্থাৎ ৬ মাসের টাকা এ দিন দেওয়া হয়।এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জিডি অ্যাকাডেমির অন্যতম আবদার রহমান, বর্ধমান আল আমিন মিশনের প্রধান শিক্ষক ফারুক আহমেদ, শিক্ষাবিদ আবদুল মালেক, আলহাজ বাউজুল হোসেন, প্রতিষ্ঠানের সহ সম্পাদক সইদুল ইসলাম, শিক্ষাবিদ হাবিবুর রহমান, মৌলানা মোয়াজ্জেম হোসেন -সহ ম্যানেজমেন্টের অন্যান্য সদস্যরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রতিষ্ঠানের সহ-সম্পাদক সেখ এমদাদুল করিম।

মরহুম ডক্টর আবদুল মুজিদ সাহেবের স্মরণে দোয়ার মজলিস

বিশেষ প্রতিনিধি: গত ২০২০ সালের ১৫ অক্টোবর প্রয়াত হন মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান এবং পশ্চিমবাংলার সংখ্যালঘু শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম কাণ্ডারি ডক্টর আবদুল মুজিদ। বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজের শিক্ষা আন্দোলনের স্ব-উদ্যোগে অন্যতম সৈনিক হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুতে বাংলার মিশন কেন্দ্রিক শিক্ষা আন্দোলনের একটা যুগের অবসান হয়েছে। তার জন্ম হাওড়া জেলার বাগনানের হাল্যান গ্রামে। ওই গ্রামেই ২০০২ সালে গড়ে তোলেন মৌলানা আজাদ অ্যাকাডেমি। আগামী দিনে ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে এই প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতার কথা। তিনি নিজে যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করেছিলেন আবার তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। তিনি শিক্ষাপ্রেমী হিসেবে ২০১৩ সালে সাম্মানিক ডক্টরেট উপাধি পান শ্রীলংকার কলম্বো থেকে। ভারত গৌরব পুরস্কার পান থাইল্যান্ড থেকে। আরও অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হন তিনি। দেখতে দেখতে কয়েকটা বছর পার হ'ল তাঁর মৃত্যু। এদিন তাঁর আত্মার শান্তির জন্য দোয়ার মজলিসের আয়োজন হয় তাঁরই হাতে গড়া প্রতিষ্ঠানের মসজিদে। দোয়ার মজলিস পরিচালনা করেন ও দোয়া করেন ওই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষক মৌলানা আজিবুর রহমান। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক মহম্মদ ফারুক, দুই সহ-সম্পাদক এমদাদুল করিম ও সইদুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠানের অন্যতম আবদুল মালেক, শিক্ষাবিদ হবিবুর রহমান, মৌলানা মোয়াজ্জেম হোসেন, প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান-সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। আরও উপস্থিত ছিলেন মরহুম আবদুল মুজিদ সাহেবের পরিবারের দাদা, ভাই, ভাইপো-সহ অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা, প্রতিষ্ঠান বোর্ড অব ম্যানেজমেন্টের সকল সদস্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ও এলাকাবাসী। ডক্টর আবদুল মজিদ সাহেবের আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া হয়। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে দোয়া হয় প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শিক্ষাপ্রেমী ও শিল্পপতি আলহাজ মোস্তাক হোসেন ও তাঁর পরিবারের জন্য। প্রাক্তন আইএএস শেখ নুরুল হক এবং তাঁর পরিবারের জন্য দোয়া হয়। সেইসঙ্গে জিডি মনিটরিং কমিটির এবং পতাকা শিল্পগোষ্ঠী সমস্ত সদস্য এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত সদস্যদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে এদিন দোয়া করা হয়।

বিধানসভার ফলে মিলবে কি

প্রথম পাতার পর

কিন্তু দেখা যায় মাত্র তিনমাস আগে কংগ্রেস যেখানে জয়লাভ করেছে, সেখানে বিজেপি ড্যাংডেঙিয়ে জিতেছে লোকসভা নির্বাচনে। কংগ্রেস পর্যুদস্ত হয়েছে। ২০২২ ও ২০২৩-এর রাজ্য নির্বাচনগুলিতে যদি কংগ্রেস বা বিরোধীশক্তি বড় জয় পায়, তবে তাদের মধ্যে একটা লড়াই শুরু হয়ে যাবে। কে হবেন বিরোধী প্রধান মুখ্। মোদী-বিরোধী মুখ কে, সেই লড়াই বিজেপিকে শক্তি জোগাবে। যেমন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল যদিও কোনও আশ্চর্যজনক জয় পান, তিনি পুনরায় সরব হবেন যে, মোদীর বিরুদ্ধে তিনি এককভাবে লড়াই করতে পারবেন। আবার বিজেপি যদি বেশিরভাগ রাজ্যে ভালো ফল করে, তবে প্রধানমন্ত্রী মোদী কৃতিত্ব পাবেন। বিশেষজ্ঞরা বলবেন, মোদী-ক্যারিশ্মায় জয়, দেশে এখনও মোদীর বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে আবার বিরোধী ঐক্য আরও মজবুত হতে পারে। বিজেপি-বিরোধী নেতারা নিজেদের মধ্যে বিরোধ ভুলে এক ছাতার তলায় আরও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারেন।

লোকসভার মতো বড় যুদ্ধে কে জিতবে, তা ঠিক করে দিতে পারে না একটা বা কয়েকটা রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে। মানুষ কাকে ভোট দেবেন, কীসের জন্য ভোট দেবেন অর্থাৎ ইস্যু কী সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর। লোকসভা নির্বাচনে প্রায়শই জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয়তাবাদ, অর্থনীতি এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে হিন্দুত্ব একটা বড় ফ্যাক্টর। গত দুটি লোকসভা নির্বাচনে দিল্লিতে আপ সরকার ছিল, লোকসভায় জিতেছিল বিজেপি। আবার বিগত লোকসভা নির্বাচনে ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে জিতেছিল কংগ্রেস। লোকসভা সাফল্য পেয়েছিল বিজেপি। রাজস্থানে কংগ্রেস সরকার গড়ল অথচ লোকসভায় ২৫টি আসনেই জিতল বিজেপি ও তার সহযোগীরা। মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়েও একপ্রকার তাই। আর গুজরাতে গতবার কংগ্রেস হেরে গেলেও সমানে সমানে টক্কর দিয়েছিল, অথচ লোকসভা 'থ' পায়নি বিজেপির কাছে। যেহেতু নির্বাচন হচ্ছে আলাদা আলাদা, সেহেতু মানুষের ভাবনা-চিন্তাতেও খানিক ফারাক থাকবে। ভোট একসঙ্গে হলে তা কী হত, সেটা ভাবনার বিষয়। এদিকে কংগ্রেসের কাছে ২০২৪ একটা বড় পরীক্ষা। কারণ কংগ্রেসের বহু তাবড় নেতা দল ছেড়েছেন। বহু রাজ্যে মুখ খুবড়েও পড়ছে কংগ্রেস, এই অবস্থায় ২০২৪-এ কংগ্রেস ভালো ফল করতে না পারলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে।

মল্লিকার্জুনের হাতে ব্যাটন সুদিনের অপেক্ষায়

প্রথম পাতার পর

এবার আবার এই দুই রাজ্যেই আপ অর্থাৎ আম আদমি পার্টি প্রবেশ করে হিসেব গুলিয়ে দিয়েছে। আপ নেতারা আশবাদী হয়েই দুই রাজ্যে প্রচার চালাচ্ছে। ফলে কী হবে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ, তারা বিজেপিকে সরিয়ে ক্ষমতায় ফিরতে পারবে কি না, তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।

নতুন সভাপতি হয়ে আপাতত এই দুই রাজ্যে কংগ্রেসকে কতটা জাগাতে পারবেন মল্লিকার্জুন খাড়্গে, তার উপর নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিতে না নিতেই দুই রাজ্যে ভোটের মুখ পড়তে হচ্ছে খাড়্গেকে। তাঁর সামনে মস্তবড় চ্যালেঞ্জ দুই নির্বাচনে দলকে সাফল্যের সরণিতে নিয়ে আসা। অন্তত গুজরাতে যদি ইচিবাচক ফল করে কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরতে পারে, তবে সেটা হবে খাড়্গের জন্য শুভ সূচনা। এখন এই অবস্থায় একটা প্রশ্ন উঠে পড়ছে খাড়্গে সভাপতি হয়ে কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন। রিমোট কন্ট্রোল গান্ধী পরিবারের হাতে থাকবে না তো! একাংশের দাবি, খাড়্গে যেহেতু গান্ধী পরিবারের প্রার্থী তাই তিনি সেই পরিবারের কথা শুনিই চলবেন, সেটা বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু গান্ধী পরিবারের কথা শুনে চলা মানেই যে সেটা কংগ্রেসের পক্ষে খারাপ হবে, সেটাই বা কেন ভাবা হচ্ছে। গান্ধীরা তো কংগ্রেসের সুদিন ফেরাতেই কাজ করছেন। আর কংগ্রেস যে গান্ধী পরিবারমুখী তা তো প্রমাণ হয়ে গিয়েছে এই ভোটাভুটিতেই। প্রায় ৯০ শতাংশ ভোট গিয়েছে মল্লিকার্জুনের পক্ষে। মানে গান্ধী পরিবারের পক্ষে।

বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশের কথা, কংগ্রেস চলবে গান্ধী পরিবারের অঙ্গুলিহেলনেই। খাড়্গেকে সভপাতি করে বিজেপির পরিবারতন্ত্রের খোঁচা বা অপপ্রচার কংগ্রেস রুখে দিতে পেরেছে। এবার কংগ্রেসের দিকে পরিবারতন্ত্রের আঙুল তুলতে পারবে না বিজেপি। রাহুল গান্ধী সম্প্রতি বলেছেন, কংগ্রেসে সভাপতি হলেন সর্বোচ্চ। তিনিই সবকিছু ঠিক করবেন। সভাপতি যা বলবেন, তিনি সেই ভূমিকাই পালন করবেন। যদিও কংগ্রেসের একটা বড় অংশ মনে করছে, রাহুল গান্ধীই কংগ্রেসের প্রধান মুখ থাকবেন। কিন্তু কোনও পদে থাকবেন না। তাতে কংগ্রেসের কতটা লাভ হবে, সেটা পরে বোঝা যাবে। রাজনৈতিক মহলের অনেকে আবার বলতে শুরু করেছেন, আসলে রাহুলই থাকবেন সর্বেসর্বা। শুধু হারলে দায় বর্তাবে নতুন সভাপতির উপর। আর জিতলে কৃতিত্ব রাহুলের। যাই হোক মল্লিকার্জুন খাড়্গে দায়িত্ব পেয়েছেন একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে। যখন ২০২৪-এর নির্বাচনের পদধ্বনি শুরু হয়ে গিয়েছে। বেশ কয়েকটি রাজ্যে নির্বাচন দোরগোড়ায়। এই অবস্থায় দলিত নেতাকে সর্বভারতীয় সভাপতি করে কংগ্রেস একটা মোক্ষম চাল দিয়েছে। এখন দেখার রাজ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের এবং লোকসভা নির্বাচনে দলিত ভোটে ভাগ বসাতে পারে কি না কংগ্রেস? তারপর কর্নাটকের নেতা খাড়্গে। সামনের বছরের শুরুতেই কর্নাটকেও ভোট। এই ভোটে কী ফায়দা তিনি তুলতে পারেন, তাঁর সেই পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করবে কংগ্রেসের সুদিন ফেরা।

আইমার ময়না ব্লকের উদ্যোগে কেরাত প্রতিযোগিতায় জনতার ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৮ অক্টোবর মঙ্গলবার অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের ময়না ব্লক ইউনিটের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বিশ্বনবি দিবস। এই উপলক্ষে সকাল থেকেই কেরাত ও নাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল বসন্তচক পূর্বপাড়া আইসিডিএস মাঠে। ওই ইউনিটের আইমা কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা জেলা থেকে এমনকী বাংলার বাইরে বিহার, ওড়িশা, আসাম, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট থেকেও কেরাত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য প্রতিযোগিতা এসেছিলেন। এই প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্থানের জয়পুরের বাসিন্দা ক্বারী হেদায়েতুল্লাহ। তিনি এমনকী আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেও বিচারক হিসেবে উপস্থিত থাকেন। তাঁর কণ্ঠের সুমধুর কোরান তেলাওয়াত শ্রোতাদের মন জয় করে নেয়। যেসব প্রতিযোগীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই সুন্দরভাবে কোরান ও নাত পাঠ করেন। প্রতিযোগিতার কেরাত বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন অসম থেকে আগত ক্বারী আধুল্লাহ হোসাইন। তাঁর হাতে পুরস্কারের পঁচিশ হাজার টাকা অর্থমূল্য তুলে দেওয়া হয় আইমার পক্ষ থেকে। অন্যদিকে নাত বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে আগত তাওফিক আলম। শিশুশিল্পী এই বালকের বয়স মাত্র ৯ বছর। তার নাত শুনে উপস্থিত শ্রোতারা অত্যন্ত খুশি। তার হাতে পুরস্কার মূল্যের ১৫ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হয়। প্রতিযোগীদের হাতে এই পুরস্কারগুলো তুলে দিয়েছেন আইমার সর্বভারতীয় সভাপতি হুজুর পির কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব।

এদিনের এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরিফের পিরজাদা সায়েম সিদ্দিকী ছাড়াও প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলী এবং আইমার ময়না ব্লকের সভাপতি সেখ শাহজাদা, সম্পাদক সেখ সিরাজ, মুস্তাকিম মল্লিক, ময়না ব্লক আইমার বর্তমান অবজার্ভার তথা জেলা সদস্য শিক্ষক সোলেমান আলি প্রমুখ। জেলা নেতৃত্বেদের মধ্যেও অনেকে উপস্থিত ছিলেন এই মহতী কর্মযজ্ঞে।

সর্বাঙ্গ সুন্দর এই অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন শিক্ষক সোলেমান আলি। অনুষ্ঠান শেষে আখেরী মোনাজাতে অংশ নেন উপস্থিত জনতা। আখেরী মোনাজাত করেন আবু তোহা হুজুর কেবলা। এরই পাশাপাশি এই সভা থেকে আইমার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের সুস্থতার জন্য বিশেষভাবে দোয়া করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫ থেকে ২০ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল। বাইরের রাজ্য ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে, হাওড়া, হুগলি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, উত্তর চব্বিশ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া বীরভূম, নদিয়া ও পুরুলিয়া থেকেও প্রচুর মানুষের জমায়েত হয়েছিল মহা আড়ম্বরপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে।

মঞ্চে রয়েছেন আইমার সর্বভারতীয় সভাপতি হুজুর পির কেবলা সৈয়দ খালেদ আলি আল হোসাইনি সাহেব।

অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসায় আর্থিক সাহায্য নরগ্রাম যুব আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পিরজাদা সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নির্দেশকে আইমার কর্মীরা একবাক্যে মাথা পেতে নেন। কারণ ভাইজানের নির্দেশের মধ্যে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থাকে যা কর্মে পরিণত করা ছাড়া কোনও উপায় থাকে না। এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার চণ্ডীপুর ব্লকের ৪ নম্বর অঞ্চলের নরগ্রাম যুব আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে ওই ইউনিটের এক সদস্য সেখ সাহাদতের হাতে কিছু আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হল। তাঁর দাদির শারীরিক অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। তাই চিকিৎসার জন্য এই অর্থ সাহায্য করা হল নরগ্রাম যুব আইমা ইউনিটের পক্ষ থেকে। আইমার পক্ষ থেকে সহায়তা পাওয়ায় তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ধন্যবাদ জানান সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানকে।

আবদুল কালামের ৯১তম জন্মদিবস নন্দকুমার ব্লক যুব আইমার উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৫ অক্টোবর অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিটের পালন করল ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা 'মিসাইলম্যান' ড. এপিজে আবদুল কালামের ৯১তম জন্মদিবস। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ওই ব্লকের আইমা কর্মীরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ড. এপিজে আবদুল কালাম ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছিল প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে। আপাদমস্তক ধর্মনিরপেক্ষ এবং অসাম্প্রদায়িক মানুষটিকে ভালোবাসেন না, এমন ভারতীয় খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তেমন একজন অকৃতদার মানুষের জন্মদিন পালন করতে পেরে খুশি নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিটের সদস্যরা।

মহিষাদল ব্লক আইমা ইউনিটের ব্লক ও জেলা সদস্যদের নিয়ে বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সম্প্রতি। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের ওই ইউনিটের সদস্যরা।

আইমাতে আসতে চান কোলাঘাটের একাধিক অঞ্চলের বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি কোলাঘাট ব্লকের অন্তর্গত উওর জিঁয়াদা অঞ্চলের নায়েক পাড়া, সামন্ত পাড়া, পাঁজা পাড়া ও মণ্ডল পাড়ার অসংখ্য মানুষজন আইমা সংগঠনের কাজ ও সংগঠনের সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আইমা নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আইমা যেভাবে বিপদে আপদে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ায়, সামাজিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাতে তাঁরা উৎসাহিত হয়ে আইমার ছাতার তলায় আসার ইচ্ছা পোষণ করেন। তাঁদের ডাকে সাড়া দিয়ে আইমা নেতৃত্ব ওই অঞ্চলগুলোর সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা থেকে একাধিক বিষয় উঠে আসে। যেমন, ১) দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার সমস্যা, ২) পানীয় জলের করুণ অবস্থা, ৩)এলাকায় ৪টি সরকারি স্কুল থাকা সত্ত্বেও বর্ষাকালে জল জমে যাওয়ায় এলাকার শিশুদের স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয় না। চারিদিকে জলমগ্ন এলাকার এক হাঁটু কাদা পেরিয়ে যাতায়াত করতে হয়। ৪) এলাকায় একটি ট্রান্সফর্মা, কিন্তু তার অবস্থা এমনই হয়ে রয়েছে যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে।

অথচ এত সব কারণ নিয়ে ওই অঞ্চলের মানুষ বার বার প্রশাসনের দ্বারস্থ হলেও প্রশাসনের তরফ থেকে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অঞ্চলের ৩০০ ভোটারকে রাজনৈতিক নেতারা ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে জমছে ক্ষোভের আগুন। আর তাই তাঁরা

আইমা সুপ্রিমো সৈয়দ রুহুল আমিন ভাইজানের হাতকে শক্তিশালী করতে আইমার ছাতার তলায় আসতে চান বলে জানিয়েছেন। আইমা নেতৃত্বও তাঁদের স্বাগত জানিয়েছেন।

বিশ্বনবি দিবসে নন্দকুমার ব্লক যুব আইমার শরবত-লাড্ডু বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: পবিত্র বিশ্বনবি দিবস উপলক্ষে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিটের উদ্যোগে পথচলতি মানুষদের জন্য শরবত, লাড্ডু ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। জাসনে ইদ-এ মিলাদুন্নবি সা. পালন করার পাশাপাশি নন্দকুমার পথসাথী হলের সামনে মানুষদেরকে লাড্ডু, শরবত ও পানীয় জল বিতরণ করলেন নন্দকুমার ব্লক যুব আইমা ইউনিটের সদস্যরা। প্রায় পাঁচ হাজার লাড্ডুর বন্দোবস্ত করা হয় এদিন।

এই মহতী কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন নন্দকুমার ব্লক আইমার প্রাক্তন সভাপতি হাজি আবুবকর, নন্দকুমার ব্লক আইমার যুব সম্পাদক সেখ সারুখ, আইমার জেলা কমিটির সদস্য সেখ সাইফুদ্দিন, বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ ইসমাইল, আবু কালাম, আবদুল মাতিন প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন আইমার রাজ্য, জেলাস্তর এবং যুব নেতৃবৃন্দ।

সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক আলোচনাসভা সাধুয়াপোতা পূর্ব-পশ্চিম চিল্কা আইমা ইউনিটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১৮ অক্টোবর মঙ্গলবার সাধুয়াপোতা পূর্ব ও পশ্চিম চিল্কা আইমা ইউনিটের অন্তর্গত মধ্যমপল্লিতে একটি সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। সংগঠনের পাশাপাশি রাজনৈতিক বিষয় নিয়েও বিশেষভাবে আলোচনা উঠে আসে এই সভা থেকে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, আগামী বছরের গোড়ার দিকে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে। তার আগেই হয়তো পাঁশকুড়া-সহ রাজ্যের বকেয়া পুরসভাগুলিতে নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়তে পারে। আর এর বেশিরভাগ জায়গায় প্রার্থী দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করছে অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন। যদিও আইমা সরাসরি ভোটের ময়দানে পা রাখবে না। তবে আইমা সমর্থিত প্রার্থীরা নির্বাচনে অংশ নেবেন বলে জানা গিয়েছে। এসব বিষয় নিয়েই আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাধুয়াপোতা পূর্ব ও পশ্চিম চিল্কা আইমা ইউনিটে। উপস্থিত ছিলেন ওই ইউনিটের সদস্য ও নেতৃবৃন্দ।

পুরাতন দুর্লভ এই ছবিটি আইমার প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ খালেদ হোসেন পির সাহেবের। লন্ডনের রাজপথে ব্রিটিশ নিরাপত্তারক্ষীর সঙ্গে এক বিশেষ মুহূর্তে। ছবি—সেখ জসীম

বাধা পেরিয়ে মেডিক্যাল ক্যাম্প পরিচালনা করলেন আইমার কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের পাঁশকুড়া পুরসভার অন্তর্গত ১০ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প। ওই ওয়ার্ডের মাননীয়া কাউন্সিলের প্রচ্ছন্ন হুমকিকে উপেক্ষা করে আইমার কর্মীরা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবার এই ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন। অন্যদিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ মানুষও ক্যাম্পে আসেন। এদিন প্রায় ৪০ জন মানুষকে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। এরই পাশাপাশি আইমার এই উদ্যোগ আটকে দেবার জন্য নানারকম অপপ্রয়াস চালানো হয় রাজনৈতিকভাবে। কিন্তু আইমার কর্মীদের অটুট মনোবল সেই অপপ্রয়াসকে রুখে দেয়। তাঁরা জানান, যতই আইমার কর্মকাণ্ডকে আটকানোর চেষ্টা করা হোক না কেন, সব প্রচেষ্টায় বিফলে যাবে। কেননা আইমার সাথে আছেন সাধারণ খেটেখাওয়া মজলুম মানুষ। আর আইমাও সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে মানুষের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। ফলে কুকর্মকারীদের কোনও উদ্দেশ্যই সফল হবে না।

অল ইন্ডিয়া মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশনের শহিদ মাতঙ্গিনী ব্লক কমিটির উদ্যোগে ক্যান্সার আক্রান্ত এক রোগীর হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হল।

দুর্গাচক নিউ কলোনিতে আইমার নতুন ওয়ার্ড কমিটি গঠন করা হল সম্প্রতি। আইমার যুবনেতা সেখ আবদুল সেলিম-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এদিন।

পাঁশকুড়া পৌরসভার অন্তর্গত ১৫ নং ওয়ার্ডের গড়পুরুষোত্তমপুর গ্রামে ২৯৫ নং বুথে কর্মিসভা সম্পন্ন হয়ে গেল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে।

দ্য ভয়েস অব ওয়াদি

শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকা

২৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরি ২১ অক্টোবর ২০২২ ৩ কার্তিক ১৪২৯ শুক্রবার

সস্তার রাজনীতি ছেড়ে নজর দিন দারিদ্র্য মোচনে

দেশ কি আদৌ সামনের দিকে এগোচ্ছে! নাকি সবটাই কেন্দ্র সরকারের ঢক্কানিনাদ। এই যে এত প্রচারসর্বস্ব পাঁয়তারা, কীসের জন্য এসব? বিজ্ঞাপনী চমকে উন্নত দেশ হিসাবে ভারতকে উপস্থাপন করার জন্য যতই চেষ্টা চলুক, প্রদীপের নীচের অন্ধকারকে কিন্তু কিছুতেই চাপা দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে দেশ ডুবছে অন্ধকারে। 'ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়' একবারও মনে হচ্ছে না। বরং দারিদ্রের কষাঘাত এমন তীব্রভাবে আছড়ে পড়ছে যা আমাদের, অর্থাৎ এই দরিদ্র ভারতবাসীকে তীব্র আতঙ্কিত করে তুলছে ক্রমাগত।

রাষ্ট্রসংঘের অধীন ইউনাইটেড নেশন ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং অক্সফোর্ড প্রোভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ একটি রিপোর্ট বার করেছে আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য দূরীকরণ দিবসে। সেখানে দেখ ানো হয়েছে, বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে দারিদ্রের সংখ্যায় একদম প্রথম সারিতে আমাদের দেশ। এমনকী পাকিস্তান, বাংলাদেশও রয়েছে আমাদের ওপরে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষের বাস ভারতে। বর্তমানে আমাদের দেশে দরিদ্র নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ২২৮.৯ মিলিয়ন।

নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তারা একের পর এক স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তে দেশকে পিছনের দিকে নিয়ে গিয়েছে, একথা তথ্য বলছে। তাদের কলঙ্কিত অধ্যায়ে যুক্ত হয়েছে মানুষের হাহাকার আর কান্না। নোটবন্দি, বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ, দাঙ্গা, দুর্নীতি, বিরোধী কণ্ঠ রোধ, মিথ্যাচার, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় ও দলিতদের ওপর অত্যাচার, অর্থনৈতিক পঙ্গুত্ব— সব মিলিয়ে অরাজকতার চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখে নিয়েছি এই কয়েক বছরে। অন্যদিকে মোদী অ্যান্ড কোং-এর বদান্যতায় আদানি-আম্বানিরা ফুলেফেঁপে উঠছেন প্রতিনিয়ত। তাঁদের সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ দেখলে চক্ষু চড়কগাছ হতে বাধ্য। ঋণখেলাপিরা ব্যাঙ্কের হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে দিয়ে পগার পার। মোদীর 'মেহুল ভাই' বিদেশে বসে লুটের টাকায় মস্তি করছে। নীরব মোদী, বিজয় মাল্যরা ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাদের ফেরানোর কোনও ব্যবস্থা আদৌ হচ্ছে কিনা জানতে পারছে না সাধারণ মানুষ। ধনীদের দশ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছে। আর দেশের দরিদ্র মানুষগুলো ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য মরছে আহাজারি করে। দুবেলার অন্ন সংস্থান করা তাদের কাছে হয়ে উঠেছে কঠিনতর কাজ।

ভারতের দারিদ্র্য নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তা নিয়ে স্বভাবতই অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। কিন্তু ওই যে একটা প্রবাদ আছে না, 'ভাঙব তবু মচকাব না।' এই আপ্তবাক্যকে মাথায় রেখে এখন সরকারের মন্ত্রীরা এই রিপোর্টকে 'অতিরঞ্জিত' প্রমাণ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁদের বক্তব্য, যাঁরা সমীক্ষা করেছেন, তাঁরা নাকি ঠিকভাবে কাজ করেননি। আসলে চালুনি সূঁচের ফুটো খুঁজলেও নিজের হাজার ছিদ্র নিয়ে তার কোনও হেলদোল নেই। ফলে এই রিপোর্টের বিরোধিতা করাটা অতি স্বাভাবিক একটা বিষয়। স্বীকার করে নিলে তো নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তাই আমাদের দেশের যত ভালো জিনিস তা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে সরকারের চেষ্টার কোনও কসুর নেই। কিন্তু যখনই খারাপ জিনিসগুলো সামনে আসে তখনই তাদের গোঁসা হয়।

ইউনাইটেড নেশন ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম এবং অক্সফোর্ড প্রভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৯ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ১৬.৪ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উদ্বেগজনক অবস্থা দেশের গ্রামগুলোর। পরিসংখ্যান বলছে প্রায় নব্বই শতাংশ দরিদ্র মানুষ গ্রামে বাস করেন। ফলে এই মুহূর্তে দেশের দরিদ্র মানুষের সার্বিক চিত্রটা বুঝে নিতে খুব একটা অসুবিধা হয় না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের কাছে আবেদন, সস্তার রাজনীতি তো অনেক হল, এবার সেসব ছেড়ে দারিদ্র্য মোচনে একটু নজর দিন।

• • • • • •

জীবন বদলের বাণী

শুধুমাত্র চিন্তার জন্য কারও মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু সেই চিন্তা আজীবন অমৃত থাকে। একজন থেকে আরেকজনের মাধ্যমে ছড়িয়ে পরে সেই চিন্তা।—*নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু*

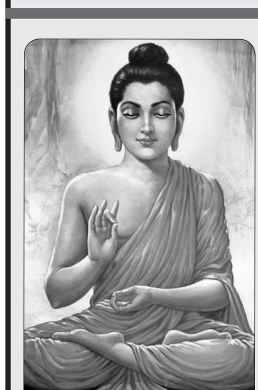

আপনি শুধুমাত্র যা তাকেই আপনি আঁকড়ে আছেন, তাকে হারানোর ভয় জীবন অতিবাহিত করছেন। নব্য প্রাপ্তির সন্ধান করছেন না।
—*গৌতম বুদ্ধ*

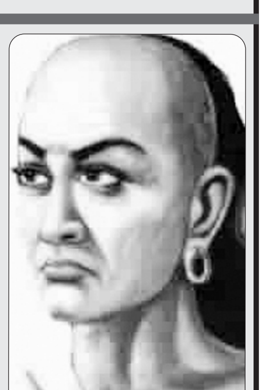

দুর্জন ব্যক্তি বিদ্যান হলেও তাকে এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ মণিভূষিত বিষাক্ত সাপও অধিক ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। —*চাণক্য*

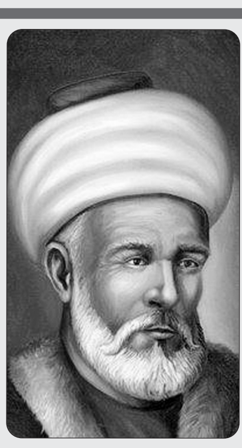

যতদিন লেখাপড়ার অভ্যাস থাকে ততদিনই মানুষ আলেম থাকে। আর যখনই ধারণা জন্মিয়া যায় যে, আমি আলেম হইয়া গিয়াছি তখনই মূর্খতা তাহাকে ঘিরিয়া ধরে। —*ফারাবি*

ভারত পরিক্রমায় রাহুল

ভারত জোড়োর আগেও ৫ দীর্ঘ পদযাত্রা

এবার সারা দেশে কংগ্রেসকে এক সূত্রে বাঁধতে রাহুল গান্ধী নিলেন তেমনই এক পদক্ষেপ। রাহুল গান্ধী কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পাঁচ মাসের ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছেন। এখন পর্যন্ত তাঁর যাত্রাই দীর্ঘতম। তিনি এই ভারত জোড়ো যাত্রায় ইতিমধ্যে তামিলনাড়ু, কেরল হয়ে কর্নাটকে প্রবেশ করেছেন। প্রতিটি রাজ্যে ব্যাপক জনসংযোগ করছেন তিনি। সাড়া পাচ্ছেন বিস্তর। এখন দেখার এই ভারত জোড়ো যাত্রা কংগ্রেসকে আলোয় ফেরাতে পারে কি না। কংগ্রেস হারানো জমি ফিরে পায় কি না। এই পদযাত্রার মাধ্যমে রাহুল গান্ধী নিজেকে একজন রাষ্ট্রনায়ক বা জননেতা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টাও করছেন।

পরিচয় গুপ্ত

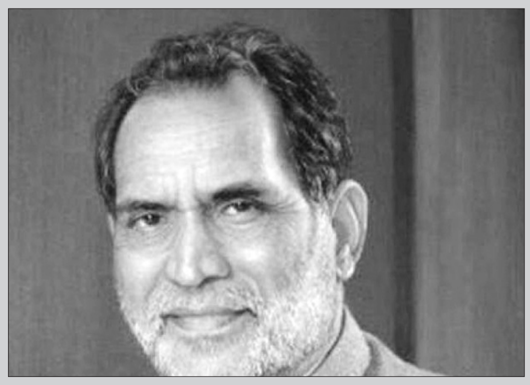

ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছেন রাহুল গান্ধী। এবারই প্রথম নয়, এর আগে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে। ভারতে এমন পাঁচটি দীর্ঘ পদযাত্রা হয়েছে, সেই পথ চলা পুনরুজ্জীবিত করেছিল রাজনৈতিক কেরিয়ার। এবার ভারত জোড়ো যাত্রায় সাফল্যে কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কংগ্রেস, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন।

রাহুল গান্ধী তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারে ঘুরে দাঁড়াতে পথ পরিক্রমা শুরু করেছেন। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পথ চলার মাধ্যমে কংগ্রেসকে ফের আলোর সরণিতে ফেরাতে চাইছেন তিনি। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে এটাই রাহুলের মাস্টারস্ট্রোক। আর তার আগে বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসকে উজ্জীবিত করে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। কংগ্রেস বর্তমানে এমন একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, যে পরিস্থিতি এসেছিল ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সালে। ২০০৪ সালে যখন বিজেপির নিশ্চিত জয়ের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তখন সোনিয়া গান্ধী কংগ্রেসকে অন্ধকারের উৎস থেকে বের করে এনেছিলেন। ২০০৪ সালে জয়ের পর কংগ্রেস ১০ বছর শাসন করেছিল। ২০১৯-এ হারের পর ঠিক সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কংগ্রেস। ২০২৪-এ কি ঘুরে দাঁড়াতে পারবে কংগ্রেস। সেই লক্ষ্য নিয়েই ভারত জোড়ো যাত্রায় বেরিয়েছেন রাহুল। এখন তার কী ফল পান তিনি, বলবে ভবিষ্যৎ।

তার আগে ফিরে দেখা আগের সব দীর্ঘ পথ পরিক্রমা কতটা অক্সিজেন দিয়েছিল বিভিন্ন নেতার রাজনৈতিক কেরিয়ারে।

১৯৮৩ সালে চন্দ্রশেখর

সমাজতান্ত্রিক নেতা চন্দ্র শেখর ১৯৮৩ সালে দীর্ঘ পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে। ৪২০০ কিলোমিটারের দীর্ঘ পদযাত্রায় তিনি চেয়েছিলেন জনগণের আস্থা ফিরে পেতে। কন্যাকুমারী থেকে তিনি পরিক্রমা শুরু করে থেমেছিলেন দিল্লিতে। চার মাসের পদযাত্রায় তিনি জাতীয় রাজনীতির অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন। তারপর ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ, রাজীব গান্ধীর উত্থান। শেষে রাজীবকে সরিয়ে ভিপি সিংয়ের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওঠা। তারপর ভিপি সিংয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়ে আট মাসের জন্য প্রধানমন্ত্রী কুর্সিতে বসেছিলেন চন্দ্রশেখর।

২০০৩-এ ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডি

২০০৩ সালে অবিভক্ত অন্ধ্রপ্রদেশে কংগ্রেস তেলেগু দেশম পার্টিকে হারাতে প্রদেশ কংগ্রেস নেতা ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডি পদযাত্রাকে আশ্রয় করেছিলেন। তিনি 'প্রজা প্রস্থানম' নামে দুই মাসের পদযাত্রা করেন। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাজুড়ে তীব্র গরমের মধ্যে ১৫০০ কিলোমিটার হাঁটেন রাজশেখর রেড্ডি। এই জনসংযোগকে পাথেয় করেই তিনি চন্দ্রবাবু নাইডুর তেলেগু দেশম পার্টিকে হারিয়ে রাজ্যে ক্ষমতায় ফেরেন। ২০০৪ সালে মে মাসে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি। তারপর ২০০৯ সালেও জেতেন অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে। এই বছরেই তিনি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।

২০১৩ সালে চন্দ্রবাবু নাইডু

ওয়াই এস আর রেড্ডির পদাঙ্ক অনুসরণ করে চন্দ্রবাবু নাইডুও ২০১৩ সালে পদযাত্রায় বের হন। দু-দুবারের পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফের জয়ের সরণিতে ফিরতে তিনি রাজশেখর রেড্ডির মতোই কৌশল নেন। চন্দ্রবাবু নাইডু 'ভাস্তুন্না মিকোসাম' (আমি আপনার জন্য আসছি) ব্যানারে ২০৮ দিনের পদযাত্রা করেছিলেন। তার দলকে ে ই পদযাত্রার মাধ্যমে পুনরুজ্জীবনের রাস্তা দেখি য়েছিলেন। সেইমতো ২০১৪ সালে এসেছিল সাফল্য। অন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানা রাজ্যে বিভাজনের পর জয়ের সরণিতে ফিরেছিলেন চন্দ্রবাবু। ফের অন্ধ্রপ্রদেশে ক্ষমতায় ফিরেছিলেন তিনি।

২০১৭-য় ওয়াইএস জগনমোহন রেড্ডি

২০১৪-য় চন্দ্রবাবু নাইডুর কাছে পরাজয়ের পর ওয়াই এস জগনমোহন রেড্ডি ২০১৭-য় বেরিয়েছিলেন। তার আগে জগনমোহনের সঙ্গে কংগ্রেসের তিক্ততা বেড়ে গিয়েছিল। তার ফলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করে নিজের পার্টি তৈরি করেছিলেন। ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি গঠনের পর জগনকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তখন কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার। জগন রাতারাতি গ্রেফতারের পর ২০১৪-য় হেরে গিয়েছিলেন। ২০১৭-য় ৩৪১ দিন ধরে ৩৬৪৮ কিলোমিটার পদযাত্রার পর ২০১৯-এ ফের মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি দখল করেছিলেন।

২০১৭-য় দিগ্বিজয় সিং

মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ২০১৭ সালে ক্ষমতায় ফিরতে পদযাত্রায় বেরিয়েছিলেন। নর্মদার তীর থেকে শুরু করেছিলেন ৩৩০০ কিলোমিটার পদযাত্রা। তবে এই পরিক্রমা ছিল সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক। একটি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পদযাত্রা হলেও ব্যাপক জনসংযোগ হয়েছিল। তারপর ২০১৮ সালে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সরকার গঠন করে। কিন্তু জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার বিদ্রোহের জেরে সেই সরকারের পতন হয়। জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সমর্থনে ক্ষমতায় ফেরে বিজেপি। তবে এই পদযাত্রা যে কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল রাজ্যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে ভারত জোড়ো যাত্রা

এবার সারা দেশে কংগ্রেসকে এক সূত্রে বাঁধতে রাহুল গান্ধী নিলেন তেমনই এক পদক্ষেপ। রাহুল গান্ধী কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পাঁচ মাসের ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছেন। এখন পর্যন্ত তাঁর যাত্রাই দীর্ঘতম। তিনি এই ভারত জোড়ো যাত্রায় ইতিমধ্যে তামিলনাড়ু, কেরল হয়ে কর্নাটকে প্রবেশ করেছেন। প্রতিটি রাজ্যে ব্যাপক জনসংযোগ করছেন তিনি। সাড়া পাচ্ছেন বিস্তর। এখন দেখার এই ভারত জোড়ো যাত্রা কংগ্রেসকে আলোয় ফেরাতে পারে কি না। কংগ্রেস হারানো জমি ফিরে পায় কি না। এই পদযাত্রার মাধ্যমে রাহুল গান্ধী নিজেকে একজন রাষ্ট্রনায়ক বা জননেতা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টাও করছেন। এখন এর কোনও ফল ২০২৪-এ প্রতিফলিত হয় কি না তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। কংগ্রেস এখানেই থেমে থাকছে না ২০২৪-এর আগে ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় পর্বও শুরু হবে। এবার দক্ষিণ থেকে উত্তর পদযাত্রা হচ্ছে। তারপর পশ্চিম থেকে পূর্ব পদযাত্রাও শুরু হবে। মোট কথা দেশের সমস্ত রাজ্যকে এক সূত্রে জুড়ে দেওয়াই রাহুলের উদ্দেশ্য।

জানা–অজানা

কত সংখ্যক পিপীলিকা রয়েছে জানেন, গুণে শেষ করা যাবে না

পৃথিবীতে থাকা পিপীলিকার ওজন সমস্ত মানুষের ওজনের থেকে বেশি। এ কথা প্রায়শই বলে থাকেন গবেষকরা। তাহলে পিপীলিকার সংখ্যা কত? এবার তাঁরা যে গবেষণা রিপোর্ট সামনে এনেছেন, তাতে প্রকাশ পেয়েছে সেই সংখ্যা। সেই সংখ্যা ২০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০। গুণতে চক্ষু ছানা বড় হওয়ার জোগাড়। তবু, যদি পারেন একবার গুণে দেখুন সেই সংখ্যাটা। গুণতে গেলে দু-বার মাথা চুলকাতে হবে। হংকংয়ের গবেষকরা জানিয়েছেন, পৃথিবীতে থাকা পিঁপড়ে বা পিপীলিকার সংখ্যাটা ২০ কোয়াড্রিলিয়ন। ২ হাজার কোটি কোটি। তবে এটা নিছকই অনুমান। এখনও সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা যায়নি। প্রকৃতিবিদরা সঠিক সংখ্যা নিরূপণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিশ্বের বিভিন্ন অংশে পিঁপড়ে বা পিপীলিকার ঘনত্ব পরিমাপ করা হয়েছে. মোটা ৪৮৯টি গবেষণা থেকে ডেটা কম্পাইল করে সংখ্যাগুলি অনুমান করা হয়েছে। এই গবেষণার ফলে প্রসিডিংস অফ দ্য ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। পিঁপড়ের আধিক্য দেখা যায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে। ওই গবেষক দলটি পিঁপড়ের সম্মিলিত বায়োমাসও অনুমান করেছে। পিঁপড়ের বায়োমাস হল ১২ মিলিয়ন টন। বায়োমাস হল একটি নির্দিষ্ট এলাকা বা আয়তনে জীবের মোট পরিমাণ বা ওজন বোঝায়। পিঁপড়ের সঙ্গে তুলনায় বন্য পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর মোটা বায়োমাস বা জৈববস্তু হল ২ মিলিয়ন টন। পিঁপড়ের এই আধিক্য এবং বৈচিত্র্য ভূগোল সম্পর্কে আমাদের বোধগম্যতাকে প্রসারিত করে। উদ্বেগজনক পরিবেশগত পরিবর্তনের আভাসও দেয় পিঁপড়ে। গবেষকরা তাঁদের গবেষণাপত্রে তা উল্লেখও করেছেন। হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসের দলটি দেখেছে ভূমিতে বসবাসকারী পিঁপড়ের প্রাচুর্যগুলি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলে আবাসস্থল জুড়ে দেখা যায়।

হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেসের গবেষক দলের এই গবেষণাটি স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে পিঁপড়ের ভূমিকার কথা তুলে ধরে। সে সম্পর্কে আমাদের পরিবেশগত এবং ভৌগলিক জ্ঞানের ফাঁকগুলিও তুলে ধরে। পরিবেশগত পরিবর্তনে কীটপতঙ্গের প্রতিক্রিয়া ট্র্যাক করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিরেখাও প্রদান করে এই গবেষণা। পিঁপড়ের পরিবেশগত গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু সংখ্যায় বিস্ময়কর নয় পিঁপড়ে। পরিবেশের ভারসাম্যেও গুরুত্বপূর্ণ। পিঁপড়ের প্রজাতি ১০০ মিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীতে রয়েছে। তারপর তা বিবর্তিতও হয়েছে। গবেষকরা সারা বিশ্ব থেকে ১২ হাজার প্রজাতির পিঁপড়ের খোঁজ পেয়েছেন। প্রাণী ও উদ্ভিদ সমস্ত জীবকূলের কাছেই পিঁপড়ের অবদান অনস্বীকার্য। অক্সিজেনকে গাছের শিকড়ে পৌঁছে দেওয়া থেকে অঙ্কুরোদগম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে পিঁপড়ে। বিভিন্ন জীবের জন্য খাদ্য সরবরাহে সহায়তা করে।

তিন পা ও দুই যৌনাঙ্গের অদ্ভুত আকৃতির এক সফল মানুষ

১৮৮৯ সালে ইতালির সিরোকুসায় জন্ম নিয়েছিল এক ব্যক্তি। নাম তার ফ্রান্সিসকো লেন্টিলি। বাবা-মার দ্বাদশ সন্তান ছিলেন তিনি। দ্বাদশ সন্তান বললে কিছুটা ভুলই বলা হয় সম্ভবত। তিনি নিজে দ্বাদশ সন্তান হলেও তার সঙ্গে ছিল বাবা-মার ত্রয়োদশ সন্তানের অর্ধেক অংশ।

ফ্রাঙ্ক জন্ম নিয়েছিলেন প্যারাসিটিক টুইন হিসেবে। এই ক্ষেত্রে তার শরীরে যমজ সন্তানের পা এবং যৌনাঙ্গ সংযুক্ত অবস্থায় ছিল। ফলে অদ্ভুত আকার নিয়ে জন্ম হয়েছিল ফ্রাঙ্কের। তার শরীরে তিনটি পা, চারটে পায়ের পাতা, ১৬টি আঙুল এবং দুইটি সক্রিয় যৌনাঙ্গ ছিল। সারা বিশ্বে তিনি 'থ্রি লেগড ম্যান' হিসেবে পরিচিত হয়ে যান। তৃতীয় পা এমনভাবেই তার মেরুদণ্ডের সঙ্গে জুড়ে ছিল যে, তা অস্ত্রোপচার করলে ফ্রাঙ্কের প্রাণের ঝুঁকি থেকে যেত।

জন্মের পরই ফ্রাঙ্ককে তার বাবা-মা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। ফলে ফ্রাঙ্ক বড় হয়ে ওঠেন তার পিসির কাছে। পিসিই তাকে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন বাচ্চাদের হোমে ভর্তি করিয়ে দেন। নিজের এই অস্বাভাবিক দৈহিক বৈশিষ্ট্য ফ্রাঙ্ককেও ভিতরে ভিতরে কুরে খাচ্ছিল। যত বড় হচ্ছিলেন, যত বুঝতে শিখছিলেন, ততই মানসিক জড়তা তৈরি হচ্ছিল তার মধ্যে।

কিন্তু বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের জন্য ওই হোমই তাকে বাঁচার প্রেরণা জোগায়। সেখানে তার থেকেও আরও দুর্দশাগ্রস্ত শিশুদের দেখতে পেলেন তিনি। ফ্রাঙ্ক যেখানে হাঁটতে-চলতে, দৌড়তে, লাফাতে এমনকী আইস স্কেটিংয়েও সাবলীল ছিলেন, এমন অনেক শিশুই ওই হোমে বেড়ে উঠছিল, যাদের মধ্যে কেউ হাঁটতে পারে না, কেউ কথা বলতে পারে না, তো কেউ দেখতে পায় না দুই চোখেই। ফ্রাঙ্কের যখন ১২ বছর বয়স, ভিনসেনজো ম্যাগনানো নামে একজন পাপেটার তাকে আমেরিকায় নিয়ে আসেন। সার্কাসে যোগ দেন ফ্রাঙ্ক। রাতারাতি সেনসেশন হয়ে ওঠেন তিনি। নিজের শারীরিক প্রতিকূলতাকেই অস্ত্র করে তোলেন। সঙ্গে ছিল তার দুর্দান্ত রসিকতা এবং তীব্র বুদ্ধি। ক্রমে শারীরিক প্রতিকূলতা ছাপিয়ে মানুষ ফ্রাঙ্ককে ভালবেসে ফেলেন দর্শকেরা। মানুষ ফ্রাঙ্ক মন কেড়ে নিয়েছিলেন থেরেসা মুরে নামে এক নারীরাও। ১৯০৭ সালে থেরেসাকে বিয়ে করেন ফ্রাঙ্ক। তাদের চার সন্তান রয়েছে। বিয়ের ২৮ বছর পর তাদের সম্পর্কে চিড় ধরে। থেরেসাকে ডিভোর্স দিয়ে হেলেন সুফে নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন তিনি। ১৯৬৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর টেনেসিতে ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত হয়ে ৭৭ বছর বয়সে মৃত্যু হয় তার। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দ্বিতীয় স্ত্রী হেলেনের সঙ্গেই ছিলেন এই 'ওয়ান্ডার ম্যান'।

এত বছর পর হঠাৎ রহস্য জয়ললিতার মৃত্যু নিয়ে !

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাই জয়ললিতার মৃত্যু নিয়ে বড় খবর। অরঙ্গস্বামী কমিশনের দেওয়া ৬০৮ পাতার রিপোর্টে বলা হয়েছে, জয়ললিতার মৃত্যুর জন্য দায় বর্তায় ভিকে শশীকলার উপরে। শুধু তাই নয়, যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, জয়ললিতার ছায়াসঙ্গী শশীকলা, চিকিৎসক শিবকুমার (জয়ললিতার নিজের চিকিৎসক ও শশীকলার আত্মীয়), প্রাক্তন স্বাস্থ্য সচিব রাধাকৃষ্ণন ও প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সি বিজয়বাস্করের বিরুদ্ধে জয়ললিতার মৃত্যু নিয়ে তদন্ত করা দরকার। তাঁদের এই ঘটনায় অন্যায় যোগ থাকতে পারে। জয়ললিতার শারীরিক অবস্থা নিয়ে অ্যাপোলো হাসপাতালের চিকিৎসক প্রতাপ রেড্ডির বিরুদ্ধে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগ করা হয়ে প্রকাশিত রিপোর্টে। ঘটনার দায় তৎকালীন মুখ্যসচিব রমা মোহনা রাও এড়িয়ে যেতে পারেন না বলেও দাবি করা হয়েছে। রিপোর্টে একইসঙ্গে দোষীসাব্যস্ত করা হয়েছে তৎকালীন তামিলনাড়ুর স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিজয়া ভাস্করকে।

২০১৬ সালে সালের ৫ ডিসেম্বর অসুস্থ হয়ে চেন্নাইয়ের অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি হন প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা। প্রায় ৭৫ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর, মৃত্যু হয় তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর। জয়ললিতার হাসপাতালে ভর্তি থেকে শুরু করে মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁর ঘনিষ্ঠ শশীকলা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু তদন্তের দাবি করেন তিনি। ২০১৭ সালের ২২ নভেম্বর তৎকালীন এআইএডিএমকে সরকার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যু তদন্তে একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির মাথায় ছিলেন মাদ্রাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অরুমুঘস্বামী।

২০১৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর জয়ললিতাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল এবং তারপর সেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। এই গোটা প্রক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। অগাস্ট মাসে এই নিয়ে স্ট্যালিন মন্ত্রিসভায় আলোচনাও হয়েছিল। এর মধ্যেই অরঙ্গস্বামী একটি রিপোর্ট জমা করেছিলেন। সেটি গত মঙ্গলবার জমা পড়েছিল স্ট্যালিন প্রশাসনের কাছে। এরপর ২০১৬ সালের ৫ ডিসেম্বর জয়ললিতার মৃত্যু হয়। এর আগের এআইএডিএমকে সরকারের আমলে জয়ললিতার মৃত্যু নিয়ে একটি তদন্তের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতির নেতৃত্বে এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

বিলকিস বানো মামলায় হলফনামা গুজরাট সরকারের

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অনুমোদনেই মুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিলকিস বানো মামলায় ১১ জন সাজাপ্রাপ্তকে মেয়াদ শেষের আগেই মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে অনুমোদন দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানাল গুজরাট সরকার। সেখানে বলা হয়েছে, এই মর্মে চলতি বছরের ১১ জুলাই গুজরাট সরকারকে চিঠি পাঠায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সেই চিঠিতেই সিআরপিসি-র ৪৩৫ ধারা অনুযায়ী ওই ১১ জন সাজাপ্রাপ্তকে মুক্তি দেওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে বলে সর্বোচ্চ আদালতকে জানিয়েছেন তাঁরা। ২০০২-এর ফেব্রুয়ারিতে গুজরাট হিংসার সময় গণধর্ষিতা হন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ২১ বছরের বিলকিস বানো। তাঁর তিন বছরের মেয়েকে আছড় মেরে হত্যা করা হয়। শুধু তাই নয়, খুন হয়েছিলেন বিলকিসের পরিবারের আরও ৭ জন। সেই ঘটনায় ২০০৮-এ অভিযুক্ত ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। চলতি বছরের ১৫ অগাস্ট দেশের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তি দেওয়া হলে এই নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। এই ইস্যুতে এবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিল গুজরাট সরকার।

বিলকিস বানো মামলায় সাজাপ্রাপ্তদের কীভাবে মুক্তি দেওয়া হল, প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ

হন তিনি। এদের মধ্যে রয়েছেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য সুভাষিণী আলি এবং তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। মামলাকারীরা প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে কেন্দ্রের নির্দেশ ছাড়া গুজরাট সরকার এই ধরনের জঘন্য অপরাধের সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তি দিল? তারপরই বিলকিস বানো মামলার যাবতীয় তথ্য জমা দিতে গুজরাট সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সাজাপ্রাপ্তদের মুক্তি দেওয়া সম্পর্কিত যাবতীয় নথিও জমা করতে বলা হয়েছিল। সেই নির্দেশ মতোই সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিয়েছে গুজরাট সরকার।

হলফনামায় আরও বলা হয়েছে, সাজাপ্রাপ্তর ১৪ বছর ধরে জেলে রয়েছে। সংশোধনাগারে ভালো আচরণের জন্যেই তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে হলফনামায় উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১৯-এ বিলকিসের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ৫০ লক্ষ টাকা এবং সরকারি চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু ৭৫তম স্বাধীনতা দিবসে সাজাপ্রাপ্তদের সরকার মুক্তি দেওয়ায় কার্যত বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন বিলকিস বানো। এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বিলকিসের স্বামী ইয়াকুব রসুল বললেন, ন্যায়বিচারের জন্য ১৮ বছরের যুদ্ধ ব্যর্থতায় পরিণত হল।

বিলকিসের স্বামী বলেন, এমনটা যে হতে পারে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে জানলাম, এটাই সত্যি। বছর ৪৫-এর ইয়াকুবের কথায়, সরকারের এই সিদ্ধান্ত আমাদের ১৮ বছরের লড়াইকে এক নিমেষে মিথ্যে করে দিয়েছে। গোটা ঘটনায় তাঁরা যে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন ইয়াকুব।

মঙ্গলসূত্রে আপত্তি, পরীক্ষায় প্রবেশে বাধা হিন্দু মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: হিজাব নিয়ে বিতর্কের মাঝেই এবার তেলঙ্গানার একটি কলেজে সামনে এল সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র। মঙ্গলসূত্র পরে থাকায় হিন্দু মহিলাদের পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। এদিকে, ওই একই হলে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে বোরখা পরিহিত এক পরীক্ষার্থীকে। ইতিমধ্যেই টুইটারে এই ঘটনার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে, যা নিয়ে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা। ঠিক কী ঘটনা ঘটেছে তেলঙ্গানার ওই কলেজটিতে?

ঘটনাস্থল তেলঙ্গানার আদিলাবাদ। বিদ্যার্থী জুনিয়র এবং ডিগ্রি কলেজে রাজ্য সরকারের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ ওয়ান প্রিলিমিনারি পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষার হলে ঢোকার সময় গেটেই আটকে দেওয়া হয় সমস্ত বিবাহিত হিন্দু মহিলাদের। নিরাপত্তারক্ষীদের তরফে জানানো হয়, গলায় মঙ্গলসূত্র থাকলে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। দাঁড় করিয়ে বাধ্যতামূলক খোলানো হয় মঙ্গলসূত্র। এমনকী, দুল-বালা-চুরিও খুলে তবেই পরীক্ষায় বসতে পেরেছেন হিন্দু মহিলারা।

ইতিমধ্যেই তেলঙ্গানার আদিলাবাদের এই পরীক্ষার সেন্টারের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে টুইটারে। যেখানে দেখা গিয়েছে, ওই একই সেন্টারে মুসলিম মহিলাদের হিজাব-বোরখা পরেই ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। হিজাব পরিহিত অবস্থাতেই পরীক্ষায় বসেছেন একাধিক মুসলিম পরীক্ষার্থী। ঘটনার প্রতিবাদে সরব হন বিজেপি নেত্রী প্রীতি গান্ধী। তিনি টুইটারে এই পরীক্ষার সেন্টারের ভাইরাল ভিডিও শেয়ার করে লেখেন, "তেলঙ্গানায় একটি সরকারি চাকরির পরীক্ষার হলে এমন চিত্র দেখা গিয়েছে। বোরখা, হিজাব পরে হলে প্রবেশ করা গেলেও মঙ্গলসূত্র পরিহিত হিন্দু মহিলাদের পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হচ্ছে না। তোষণমূলক রাজনীতি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছে। লজ্জাজনক।" গেরুয়া শিবিরের নেতা কর্মীরা এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের অভিযোগ তুলেছেন। এই ঘটনার পালটা একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন টিআরএস নেতা কৃষ্ণণ। সেই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পরীক্ষার হলে প্রবেশের মুহূর্তে এক মুসলিম পরীক্ষার্থীকে বোরখা খুলে ঢুকতে বলছেন নিরাপত্তারক্ষী। তিনি আরও বলেন, "আমাদের রাজ্যের সরকার কোনও জাতি-ধর্ম নিয়ে পক্ষপাতিত্ব করে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখাটাই আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।"

'শ্রীরামচন্দ্রের থেকেও বেশি পথ হেঁটেছেন রাহুল'

ভারত জোড়ো যাত্রায় তুলনা রাজস্থানের মন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাহুল গান্ধীকে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করলেন রাজস্থানের শিক্ষামন্ত্রী প্রসাদিলাল মিনা। ভারত জোড়ো যাত্রা উপলক্ষে রামের থেকে রাহুল গান্ধী বেশি হাঁটছেন বলে দাবি করেছেন অশোক গেহলট সরকারের মন্ত্রী। রাজস্থানের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এ হেন মন্তব্যের নিন্দা করেছে বিজেপি। রাজস্থানের মন্ত্রী বলেন, 'রাম তো পায়ে হেঁটে অযোধ্যা থেকে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু, রাহুল গান্ধী তার থেকে বেশি হাঁটছেন। কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত'। রাজস্থানের মন্ত্রী প্রসাদীলাল মিনার এই মন্তব্যের ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট হওয়ার পরেই ভাইরাল হয়। মন্তব্য নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্কও। সোমবার রাজস্থানের দৌসায় একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাজস্থানের মন্ত্রী। অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে তিনি একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রার প্রশংসা করেন। এরপরই রামের সঙ্গে রাহুলের তুলনা টেনে মন্তব্যটি করেন। প্রসাদিলাল মিনা আরও বলেন যে, বর্তমানে দেশে সাম্প্রদায়িক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সেখানে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতেই রাহুলের এই ভারত জোড়ো যাত্রা বলে দাবি করেন তিনি। রামের সঙ্গে রাহুলের তুলনা টেনে রাজস্থানের

মন্ত্রীর এ হেন মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে আসরে নেমে পড়েছে বিজেপি। আগামী বছর রাজস্থানে বিধানসভা নির্বাচন। প্রসাদিলালের মন্তব্য প্রচারে হাতিয়ার করা হবে বলে গেরুয়া শিবিরের পক্ষ থেকে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ৭ সেপ্টেম্বর কন্যাকুমারি থেকে ভারত জোড়ো যাত্রা শুরু করেছেন রাহুল গান্ধী । ১২টি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে এই পদযাত্রা যাওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীরে শেষ হওয়ার কথা। ১৫০ দিন ধরে প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার রাস্তা পদযাত্রা করা হবে। প্রতিদিন ২০ কিমি করে অনুষ্ঠিত এই পদযাত্রায় ১১৮ জন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে হাঁটছেন। পদযাত্রা যে সব রাজ্যের উপর দিয়ে যাচ্ছে, সেখানকার সাধারণ মানুষের কাছে যোগ দেওয়ার আবেদন করছেন কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা। ইতিমধ্যে এ নিয়ে ব্যাপক সাড়াও মিলেছে দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে। রাজস্থানের মন্ত্রী রাহুলের ভারত জোড়ো যাত্রার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন অন্য পরামর্শ দিয়েছেন গোয়ার কংগ্রেস সাংসদ । ভারত জোড়ো যাত্রা বন্ধ করে গুজরাট এবং হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে রাহুল গান্ধীর মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে সোমবার পরামর্শ দিয়েছিলেন গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস সাংসদ ফ্রান্সিসকো সারদিনহা। বিজেপিকে হঠাতেই রাহুলকে ওই পরামর্শ বলে জানিয়েছিলেন তিনি।

আংশিক সূর্যগ্রহণ ভারতে দেখা যাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: সূর্য, চাঁদ আর পৃথিবী ফের এক সরলরেখায় আসছে। এবার তা আসছে অসমভাবে। ফলে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে না। কিন্তু আংশিক সূর্যগ্রহণ হতে চলেছে আগামী সপ্তাহেই। ২৫ অক্টোবর আংশিক সূর্যগ্রহণ। এই মহাজাগতিক ঘটনা ভারতের কোন কোন অঞ্চল থেকে দেখা যাবে, স্টারগ্যাজারদের মধ্যে জানার আগ্রহ তুঙ্গে উঠেছে। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে যখন চাঁদের উপস্থিতি ঘটে। তখন সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে বাধাপ্রাপ্ত হয় চাঁদের দ্বারা। ক্রমেই চাঁদ ঢেকে দেয় সূর্যকে। পৃথিবীর বুকে চাঁদের ছায়া পড়ে। ফলে অন্ধকার নেমে আসে দিনের বেলাতেও। ২৫ অক্টোবর তা আংশিকভাবে ঘটবে। অর্থাৎ খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে। পূর্ণগ্রাস বা বলয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ এবার হবে না। ৮ নভেম্বর

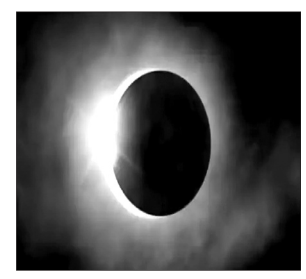

বছরের শেষ সূর্যগ্রহণ হবে। ওইদিন হবে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ।

২৫ অক্টোবর গ্রহণ স্পর্শ হবে দুপুর ২টো ২৯ মিনিটে। আর শেষ হবে ৬টা ৩২ মিনিটে। গ্রহণের মধ্য ৪টে ৩০ মিনিটে। গ্রহণের স্থিতি ৪ ঘণ্টা ৩ মিনিট। এবার গ্রহণের গ্রাসমান ০.৮৬১। এই গ্রহণের মোক্ষ সূর্যাস্তের পর। অর্থাৎ গ্রহণ সমাপ্তি হবে সূর্যাস্তের পর। গ্রহণ শেষের পর সূর্যকে আর দেখা যাবে না ভারতে।

২৫ অক্টোবরের আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর, পশ্চিম চিন, ভারত, উত্তর ভারত মহাসাগর-সহ প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে। কলকাতা-সহ ভারতে দৃশ্য এই আংশিক সূর্যগ্রহণ। আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশে যেমন আইজল ডিব্রুগড়, ইটানগর, কোহিমা, শিবসাগর, শিলচর, তামেলাং থেকে দেখা যাবে না সূর্যগ্রহণ। পরবর্তী সূর্যগ্রহণ হবে ৮ নভেম্বর। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ হবে ওইদিন। কলকাতা-সহ ভারতে গ্রস্তোদয় দৃশ্য। আর পরবর্তী আংশিক সূর্যগ্রহণ হবে ২০২৫-এর ২৯ মার্চ। এটি ভারতে দৃশ্যমান হবে না। এরপর ২০৩২-এর ৩ নভেম্বর আংশিক সূর্যগ্রহণ ভারতে দৃশ্য হবে।

দ্য ভয়েস অব ওয়েস্ট বেঙ্গল

কালীপুজোর আগে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ডেঙ্গি

নিজস্ব প্রতিনিধি: শহরের পাশাপাশি জেলাতেও বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ। যা উদ্বেগ বাড়িয়েছে স্বাস্থ্য দফতরের। জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলায় ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা মোট ৫৪৮ জন। পাশাপাশি মঙ্গলবার ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল মন্দিরবাজারের কৃষ্ণদেবপুরের বাসিন্দার। মৃত ব্যক্তি আনন্দ নস্কর (৪৮)। হাসপাতালে সঠিক চিকিৎসা হয়নি বলে দাবি মৃতের স্ত্রীর।

জানা যায়, গত মঙ্গলবার জ্বর নিয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি হন আনন্দ নস্কর নামে এক ব্যক্তি। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার দু' দিন পর তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়। পরে আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে দু' দিন আগে তাঁকে প্রথমে নাইয়ারহাট হাসপাতালে, পরে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে পুনরায় ভর্তি করা হলে, তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। এরপর কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আনন্দবাবুকে। সেখানেই মঙ্গলবার মৃত্যু হয় আনন্দ নস্করের। ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে বলে জানানো হয়।

অন্যদিকে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার জয়ন্ত সুকুল জানান, জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত মোট ৫৪৮ জন ব্যক্তি ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছেন। যার মধ্যে সেপ্টেম্বর থেকে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলায় একদিনে ৩২ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়ে হয়েছেন বলেও জানান তিনি। পাশাপাশি ডেঙ্গি মোকাবিলায় ডায়মন্ড হারবার সিএমওএইচ দফতরে খোলা হয়েছে কন্ট্রোল রুম। যে সমস্ত রোগীরা বাড়িতে হোম আইসোলেশনে রয়েছেন, তাঁদের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে স্বাস্থ্য জেলার পক্ষ থেকে। তার পাশাপাশি ডেঙ্গি সচেতনতায় স্বাস্থ্য জেলাজুড়ে প্রচারও চালানো হচ্ছে বলে জানান ডায়মন্ড হারবার জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জয়ন্ত সুকুল।

'নিশ্চিত থাকুন অচিরেই স্বপ্ন পূরণ হবে'

সিএএ চালু নিয়ে সাফ বার্তা শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: "আমি কিছুদিন আগেই দিল্লি গিয়েছিলাম আপনাদের কথা বলতে। বলতে গিয়েছিলাম কবে চালু হবে সিএএ। কবে সেই স্বপ্ন পূরণ হবে? নিশ্চিত থাকুন অচিরেই স্বপ্ন পূরণ হবে।" পঞ্চায়েত ভোটের আগে বনগাঁয় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে এসে এ কথা বলতে দেখা গেল রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে । যা নিয়েই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়ে গিয়েছে জোর জল্পনা। প্রসঙ্গত, নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক-বিক্ষোভ কম হয়নি। কিন্তু, কেন্দ্রের তরফে কবে থেকে এর বাস্তবায়ন করা হবে আজও তা নিয়ে প্রায়শই রাজনৈতিক মহলে শোনা যায় জোর জল্পনা। এবার সেই সিএএ অস্ত্রেই নতুন করে শান দিতে দেখা গেল শুভেন্দুকে।

বনগাঁয় বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে শুভেন্দু বলেন, নিশ্চিন্ত থাকুন সিএএ আইন পাস হয়েছে। অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদী ঠাকুর নগরে এসে কথা দিয়েছেন। এটা শান্তনু ঠাকুরের লড়াই, এখানকার বিধায়ক স্বপন মজুমদার, অশোক কীর্তনীয়াদের লড়াই, সুব্রত ঠাকুরদের লড়াই, অম্বিকা রায়দের লড়াই, অসীম সরকারদের লড়াই। এ লড়াইতে আপনারা জিতেছেন। লোকসভা, রাজ্যসভাতে আইন পাস হয়েছে। শুভেন্দুর সাফ দাবি, ভারত সরকার যা কথা দেয়, প্রধানমন্ত্রী যা কথা দেন সে কথা তিনি রাখেন। এটা সবাই জানে।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সিএএ চালু হওয়ার পরে এনআরসি এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ আইন আনা দরকার। আজ অনুপ্রবেশকারীরা বেড়া টপকে এসে আমার রেশন খাচ্ছে, আমার জমি নিয়ে নিচ্ছে, আমার একশোদিনের কাজ নিয়ে নিচ্ছে। তাই ভারতভূমিকে রক্ষা করার জন্য, পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করার জন্য নাগরিকপঞ্জি তৈরি করা উচিৎ। এটা আমি মনে করি।

প্রসঙ্গত, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি বা ন্যাশনাল রেজিস্টার অব সিটিজেনস নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক চলছে দেশজুড়ে। কবে দেশজুড়ে শুরু হবে এনআরসি, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে নানা মহলে। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দেশের সমস্ত নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ডেটাবেস তৈরির পরিকল্পনা করতে শুরু করে দিয়েছে। এ জন্য ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে ক্যাবিনেট নোট ও বিলও পেশ করা হয়েছে। এদিকে কয়েকদিন আগেই সিএএ এবং এনআরসি কার্যকর না হলে উদ্বাস্তুরা আর বিজেপির সঙ্গে থাকবে না বলে মন্তব্য করতে দেখা গিয়েছিল হরিণঘাটার বিজেপি বিধায়ক অসীম সরকারকে। তিনি বলেন, বিল যখন পাশ হয়ে আইনে পরিণত হয়েছে, কার্যকর হবেই। এ বিশ্বাস আমাদের সকলের আছে। যদি এটি কার্যকর না হয়, তাহলে উদ্বাস্তুরা বিজেপির থেকে সরে যাবে। ২০২৪ সালের আগে যদি এটি কার্যকর না হয়, তাহলে একটি ভোটের জন্যও আমি মানুষের কাছে গিয়ে বলতে পারব না বিজেপিকে ভোট দিন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকেও বিষয়টি লিখিতভাবে জানিয়েছি।

গাছ কেটে চলছিল পাচার, রুখল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি:সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার গাছ কেটে অবৈধভাবে চলছে পাচার। সেই খবর প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। বুধবার ঘাটাল থানার ওসি ঘাটাল ব্লকের বিডিও, ভূমি দফতরের আধিকারিক থেকে শুরু করে বনদফতরের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুরো বিষয়টি তথ্য তিয়ে দেখেন। গাছ কাটাও বন্ধ করেন। জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল ব্লকের মনশুকার পার্বতীচক এলাকায় ঝুমি নদীর পাড়ে লাগানো একাধিক গাছ রিন্টু পাল নামে এক ব্যক্তি কাঠ ব্যবসায়ী কাশীনাথকে বিক্রি

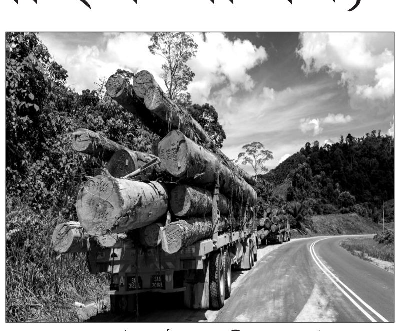

করেন। ফলে ওই কাঠ ব্যবসায়ী গাছ কেটে অন্যত্রে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা চালায় প্রশাসনের বৈধ অনুমতি ছাড়াই।

আর গাছ কাটার ফলে হারাচ্ছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য,অপরদিকে রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার। মঙ্গলবার সেই খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হতে বুধবার ঘাটাল ব্লকের বিডিও সঞ্জীব দাস, ঘাটাল থানার ওসি দেবাংশু ভৌমিক, ঘাটালের বিএলআরও দাসপুর সুলতান নগরবিটের রেঞ্জার ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। বৈধ অনুমতি না থাকার কারণে গাছ কাটা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। যদিও প্রশাসন সূত্রে খবর, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থাও নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে।

বিজেপিতে বিদ্রোহ পঞ্চায়েত ভোটের আগে

'পর্যবেক্ষক' পদ ছাড়লেন সৌমিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি:পঞ্চায়েত ভোটের আগে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল বিজেপিতে। সৌমিত্র খান কোর কমিটি থেকে বাদ পড়ে ইস্তফা দিলেন বিজেপির যুব মোর্চার সহ সভাপতি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি রাঢ়বাংলার পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে ছিলেন বিজেপিতে। সেই পদ থেকে ইস্তফা দিলেন তিনি। একইসঙ্গে জল্পনা বাড়ালেন সুকান্ত মজুমদারকে নিয়ে মন্তব্যে।

সৌমিত্র খাঁ দলীয় পদ ছাড়ার পর রাজ্য বিজেপির রাঢ়বাংলা জোনের ইনচার্জ করা হল লকেট চট্টোপাধ্যায়কে। সৌমিত্র খাঁ পদ ছাড়তেই সঙ্গে সঙ্গে লকেট চট্টোপাধ্যায় নয়া দায়িত্বে নিয়ে আসার পিছনে রাজনৈতিক মহল অন্য জল্পনা খুঁজে পাচ্ছে। জল্পনা চলছে, তবে কি সৌমিত্র খাঁ আরও গুরুত্ব হারালেন বিজেপিতে? মুকুল রায়ের অনুগামী হিসেবে বিজেপিতে গিয়েছিলেন সৌমিত্র খাঁ। তারপর দলে তাঁর গুরুত্ব বৃদ্ধির পিছনে মুকুল রায়ের হাত ছিল বলে অনেক মনে করতেন। সেই কারণে দিলীপ ঘোষের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। তবে মুকুল রায় ফের তৃণমূলে ফিরে যাওয়ার পর সৌমিত্র খাঁ বিজেপিতে গুরুত্ব নিয়েই ছিলেন। কিন্তু পঞ্চায়েত ভোটের আগে সৌমিত্রকে যেভাবে কোর কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হল এবং তিনি যেভাবে পর্যবেক্ষকের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন, তাতে গুঞ্জন ওঠাই স্বাভাবিক।

মার্চ-এপ্রিলেই রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট হতে পারে এমন একটা ইঙ্গিত এদিনই মিলেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে। বুধবার আসন বিন্যাস ও সংরক্ষণের খসড়া তালিকা প্রকাশ খরা হবে। জানুয়ারিতে বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে পঞ্চায়েত ভোটের। আর পঞ্চায়েক ভোটের আগে রাজ্যে দলের রাজ্য কমিটির তালিকা ঘোষণা করেছেন বিজেপি সর্বভারতী সভাপতি জেপি নাড্ডা। কোর কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী। জায়গা পেয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষও। কিন্তু নাম নেই সৌমিত্র খাঁয়ের।

কেন তিনি কোর কমিটিতে জায়গা পেলেন না, তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। শুধু ক্ষোভ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকেননি সৌমিত্র খাঁ, তিনি পদও ছেড়ে দেন। ছেড়ে দিয়েছেন রাঢ়বাংলার ইনচার্জের পদ। সৌমিত্র বলেন, সুকান্ত মজুমদারকে তিনি নেতা মানেন না। আমার নেতা দিলীপ ঘোষ আর শুভেন্দু অধিকারী। তার এই কথাতেও জল্পনা তৈরি হয় রাজ্য রাজনীতিতে।

রাজ্য বিজেপিক পাঁচ জোনের মধ্যে কলকাতার ইনচার্জ করা হয় অগ্নিমিত্রা পালকে, আহ্বায়ক হন সজল ঘোষ। হুগলি জোনের ইনচার্জ করা হয় প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালকে। এর আগে বিজেপির যুব মোর্চার ইনচার্জ করা হয় অগ্নিমিত্রা পালকে। মহিলা মোর্চার ইনচার্জ পদে বসেন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

দীপাবলির আগেই সাইক্লোন, উৎকণ্ঠা উপকূলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কালীপুজোর আগে ফের ঘূর্ণিঝড় আশঙ্কা তৈরি হল। আলিপুর আবহাওয়া দফতর এবং মৌসম ভবনের তরফে বলা হয়েছে যে কালীপুজোর আগে ফের ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব দেখা যেতে পারে। বর্ষা বিদায়ের পর কালীপুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, এই খবরে খুশি ঝলমলে হয়ে উঠেছিল দেশ। কিন্তু ফের নিম্নচাপের চোখরাঙানিতে প্রবল উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে।

মৌসমের ভবনের তরফে বলা হয়েছে, গতকাল সকাল সাড়ে আটটায় তৈরি ঘূর্ণাবর্ত এখন উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এটি উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে এবং ক্রমশ নিম্নচাপে রূপান্তরিত হবে পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর। ২২ তারিখ সকালে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর ২৩ তারিখ নাগাদ এটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এই সাইক্লোনের সম্ভাব্য ল্যান্ডফল ২৪ তারিখের মধ্যেই হতে পারে বলে এখনও পর্যন্ত জানা যাচ্ছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর, যদিও এর অভিমুখ কোন দিকে হবে এটা এখনও বলা যাচ্ছে না। এই সাইক্লোন এর প্রভাব ২৩ অক্টোবর থেকে বুঝতে পারা যাবে এমনটাই মত। কালীপুজোর আগে ফের এমন সাইক্লোনের আশঙ্কা নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে।

পর্ষদের বিবৃতির পরও বিক্ষোভে অনড় চাকরিপ্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: অনড় ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। মঙ্গলবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ চাকরিপ্রার্থীদের দাবি খারিজের পর আমরণ অনশন শুরু করেন চাকরিপ্রার্থীরা। করুণাময়ীতে বিক্ষোভরত চাকরিপ্রার্থীদের অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়লেও দাবি ছাড়তে নারাজ। তারা স্পষ্ট জানিয়েছে, চাকরির নিয়োগ পত্র না নিয়ে তারা কোথাও যাবে না। তাদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, "হয় পর্ষদ তাদের চাকরি দেবে নয়তো এখান থেকে তাদের লাশ তুলে নিয়ে যাবে।" অন্যদিকে, পর্ষদের স্পষ্ট জবাব, আন্দোলনকারীদের দাবি অন্যায্য। নিয়োগপত্র পেতে ফের বসতেই হবে পরীক্ষায়।

'হয় চাকরি, নয় আমাদের লাশ'

মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল বলেন, "২০১৪ সালে প্রাইমারি টেট পাস করা এই পরীক্ষার্থীরা দুবার ইন্টারভিউয়ের পরও তালিকাভুক্ত হননি। তারা পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ পেতে চান। এই দাবি অন্যায্য। দুবার ইন্টারভিউ দিয়েও যারা প্যানেলভুক্ত হতে পারেননি। তাদের আবার পরীক্ষায় বসতে হবে। বেআইনিভাবে সুযোগ দেওয়া সম্ভব নয়।"

সোমবার সল্টলেক এপিসি ভবনে সামনের রাস্তায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ২০১৪ সালের টেট উত্তীর্ণ, কিন্তু শিক্ষকতার চাকরিতে 'নট ইনক্লুডেড'-রা। প্রসঙ্গত, পর্ষদের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২০১৪-এর সঙ্গে ২০১৭ প্রাইমারি টেট উত্তীর্ণরাও পরীক্ষায় সুযোগ পাবেন। কিন্তু ২০১৭ সালের টেট উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যেতে নারাজ। এক বিক্ষোভকারীর কথায়, "২০১৭ সালের টেট পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে যদি প্রতিযোগিতা হয় সেক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে যাব। চাকরির জন্য আমরা দুবার ইন্টারভিউ দিয়েছি। কিন্তু, চাকরি হয়নি। ২১ অক্টোবর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে যে ১১ হাজার শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে তাতে একাধিক ভুল রয়েছে। এই ভাইভাতে আমরা অংশ নেব না।" অপর চাকরিপ্রার্থীরা বলেন, "২০১৪ সালে টেট পাস

দিওয়ানজী চাউল ভাণ্ডার

এখানে বিভিন্ন ধরনের চাল সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

প্রোঃ- মনিরুল করিম (হারুদা)
মোবাইলঃ-৭০৬৩১৫৫৬০২

ইসলামের ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব

আতাউর রহমান খসরু

বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীরা এই চিন্তা ও বিশ্বাস নিয়ে বড় হয় যে শিল্পের উদ্ভাবন ও উৎপাদন পশ্চিমা সভ্যতার একক দান, যা আঠারো শতকের শিল্প বিপ্লবের পর সূচিত হয়েছিল। তাদের এই বোধ ও বিশ্বাস এত প্রবল যে কারও ধারণা জন্মাতে পারে, আঠারো থেকে উনিশ শতকে সম্পন্ন ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের আগে পৃথিবীতে কোনও শিল্প-কারখানা ছিল না। মূলত ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা ও জাপান পৃথিবীতে শিল্প ও উৎপাদনে নতুন যুগের সূচনা করেছে এবং এই খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাস ও প্রকৌশল বিভাগগুলোতে শিক্ষার্থীদের এমনই ধারণা দেওয়া হয়।

বর্তমান সময়ের শিক্ষার্থীরা এই চিন্তা ও বিশ্বাস নিয়ে বড় হয় যে শিল্পের উদ্ভাবন ও উৎপাদন পশ্চিমা সভ্যতার একক দান, যা আঠারো শতকের শিল্প বিপ্লবের পর সূচিত হয়েছিল। তাদের এই বোধ ও বিশ্বাস এত প্রবল যে কারও ধারণা জন্মাতে পারে, আঠারো থেকে উনিশ শতকে সম্পন্ন ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের আগে পৃথিবীতে কোনও শিল্প-কারখানা ছিল না। মূলত ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা ও জাপান পৃথিবীতে শিল্প ও উৎপাদনে নতুন যুগের সূচনা করেছে এবং এই খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছে। পশ্চিমা বিশ্বের ইতিহাস ও প্রকৌশল বিভাগগুলোতে শিক্ষার্থীদের এমনই ধারণা দেওয়া হয়। তারা এটাও বোঝাতে চায় যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর পিছিয়ে থাকার কারণ হল শিল্পে তাদের কোনও ঐতিহ্য নেই এবং অনগ্রসর হওয়ার কারণে তারা ঔপনিবেশিক ইউরোপীয় শাসন মেনে নিতে পারেনি। অথচ পৃথিবীতে এর আগেও শিল্প-কারখানা ছিল এবং তার ক্রমবিকাশের ধারাও অব্যাহত ছিল। বিশেষত মুসলিম ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়ে শিল্প, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন হয়। বরং মুসলিম আমলে সাধিত শিল্প বিপ্লবই পরবর্তী সময়ে শিল্পোন্নয়নের মূলভিত হিসেবে কাজ করেছিল।

শিল্প বিপ্লবের আগের শিল্প

গবেষকরা জানান, শিল্পের উন্নয়নে ইউরোপীয় ভাষ্যের বিপরীতে সত্যগুলো হচ্ছে।

- শহর অঞ্চলে শিল্প উদ্ভাবন ও রপ্তানিমুখী বাণিজ্যিক উৎপাদন শিল্প বিপ্লবের ১০ শতককাল আগে থেকেই ছিল। মুসলিম বিজ্ঞানীরা এমন সব অভিনব আধুনিক মেশিনারিজ উদ্ভাবন করেছিলেন যেগুলো পানি ও বাতাসের সাহায্যে পরিচালিত হত।
- মুসলিম বিশ্বে প্রচুর পরিমাণ খনিজ পদার্থ পরিশোধন করা হত এবং স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারেও তোলা হত।
- চিন থেকে মুসলিম স্পেন পর্যন্ত সর্বত্র কাপড় উৎপাদন করা হত এবং উৎপাদন পদ্ধতি খুব ভিন্ন ছিল না।
- আধুনিক ব্যাংক চেকের মতো কিছু নথি মুদ্রার পরিবর্তে হস্তান্তর করা হত। যেগুলোকে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ ইউরোপে মূল্যায়ন করা হত।
- আধুনিক শেয়ারব্যবস্থার মতো শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আর্থিক মূল্য নির্ণয় করে মূলধন বিনিয়োগ করা হত।

ইসলামের ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব

ইসলামের ইতিহাসে আব্বাসীয় যুগকেই পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞানের সোনালি অধ্যায় বিবেচনা করা হয়। এই সময়ে মুসলিমরা বিজ্ঞানের নানা শাখায় অনন্য সাধারণ অবদান রাখে এবং আব্বাসীয় খলিফাদের পৃষ্ঠাপোষকতায় শিল্প-সভ্যতায় বিপ্লব সাধিত হয়। যা মুসলিম বণিক, ধর্মপ্রচারক, বিদেশি পর্যটক ও শিক্ষার্থী-সহ নানা শ্রেণির মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র মানবসভ্যতা এর দ্বারা উপকৃত হয়।

শিল্পের প্রধান কেন্দ্রগুলো

আব্বাসীয় খেলাফতের সময় ইরাক ও ইরাকের বাইরে সব ধরনের পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ ও প্রণোদনা দেওয়া হত। বসরায় কাচ ও সাবান কারখানা গড়ে ওঠে। এই সময় কাগজশিল্পে বিশেষ উন্নয়ন ঘটে। মুসলিম বিশ্বে শিল্পের এই বিকাশ বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলকে প্রভাবিত করে। ইরাক, পারস্য, শাম ও খোরাসানের মতো মিশরেও শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

শিল্প বিকাশের নানা দিক

পারস্য (বর্তমান ইরান) স্বর্ণশিল্প ও সূচিকর্মের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। পারস্য থেকে তা পৃথিবীর প্রায় সব বড় শহরে যেত। সাটিন, সিল্ক, কার্পেট ও জরিযুক্ত কাপড় মুসলিম বিশ্বে উৎপাদিত হত এবং সারা পৃথিবীতে তার ব্যাপাক চাহিদা ছিল। কুফা সিল্ক ও সিল্কের কাপড়ে সূচিকর্মের (যাকে কুফিয়েহ বলা হয়) জন্য বিখ্যাত ছিল। খুজিস্তানও অত্যন্ত উন্নতমানের কাপড় উৎপাদন করত।

জুনদিশাপুরে (বর্তমান ইরানে) স্থাপিত হয়েছিল প্রাচীনতম মহাকাশ পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণাগার। এই গবেষণাগার থেকেই চিনি পরিশোধনের নিয়ম উদ্ভাবন করা হয়, যা পরবর্তী সময়ে খুজিস্তান ও স্পেনের চিনি উৎপাদন কেন্দ্রে প্রয়োগ করা হয়। দামেস্ক স্টিলের তরবারির জন্য এবং সিরিয়া কাচশিল্পের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছিল। খ্রিস্টীয় নবম শতকের আগেই এখানে আংশিক রঙিন ও এনামেলযুক্ত কাচ উৎপাদন শুরু হয়।

প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য

আব্বাসীয় আমলে রফতানি পণ্যের শীর্ষে ছিল কৃষিপণ্য, কাচ, যন্ত্রপাতি, সিল্ক, কাপড়, সব ধরনের সুগন্ধি, গোলাপজল, জাফরান, সিরাপ ও তেল। যদিও মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি শহরেই স্থানীয় প্রয়োজন পূরণের মতো বিভিন্ন প্রকার পদার্থ, কাচ, সুতা ও কাপড় উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল।

পতনের কারণ

এককথায় বলা যায়, আব্বাসীয় আমলে মুসলিম বিশ্বে এক অনন্য শিল্প বিপ্লব সাধিত হয়। যা সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক শতক পর্যন্ত মুসলিমরা সেই বিপ্লবের নেতৃত্ব দেয়। সেই বিপ্লবের সুফল ভোগ করেছিল আধুনিক ইউরোপও। কিন্তু বাগদাদের পতনের পর মুসলিম বিশ্বে জ্ঞানচর্চায় যে স্থবিরতা তৈরি হয় এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়, তা মুসলিম বিশ্বকে শিল্প-সভ্যতার নেতৃত্ব থেকে ছিটকে ফেলে। তাদের শূন্যস্থান পূরণ করে ইউরোপ। যদিও তাদের শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক সভ্যতার পেছনে ঔপনিবেশিক শাসনের দীর্ঘ কান্না লুকিয়ে আছে।

সাহাবিদের জীবনের অলৌকিক ঘটনা

মহম্মদ হেদায়াতুল্লাহ

নবি-রাসুল ছাড়াও বহু সৎকর্মশীল ব্যক্তির মাধ্যমেও অলৌকিক ঘটনা প্রকাশিত হয়। ইসলামের পরিভাষায় এটাকে কারামত বলা হয়। যেমন—মারিয়াম আ.-এর ঘটনা ও আসহাবে কাহাফের ঘটনা পবিত্র কোরানে বর্ণিত হয়েছে। এখানে মহানবী সা.-এর কয়েকজন সম্মানিত সাহাবির কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনা তথা কারামত তুলে ধরা হল।

লাঠি থেকে আলোর বিচ্ছুরণ

হজরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সা. বলেছেন, তাঁর কাছে এক অন্ধকার রাতে উসাইদ বিন হুজাইর রা. ও আব্বাদ বিন বিশর রা. অবস্থান করেন। এরপর রাসুল সা.-এর কাছ থেকে তাঁরা বেরিয়ে যান। তখন তাঁদের একজনের লাঠি থেকে আলোর বিচ্ছুরণ শুরু হয়। উভয়ে সেই আলোতে চলতে থাকেন। যখন পথ ভিন্ন হয়ে পড়ে, তখন উভয়ে নিজের লাঠির আলোতে চলতে থাকেন। (সহিহ বুখারি, হাদিস ৩৮০৫)

কোরান শুনতে ফেরেশতাদের ভিড়

উসাইদ বিন হুজাইর রা. বর্ণনা করেছেন, এক রাতে তিনি কোরানের সূরা বাকারা তিলাওয়াত করছিলেন। পাশেই তাঁর ঘোড়া বাঁধা। হঠাৎ ঘোড়াটি লাফিয়ে ওঠে। তিনি চুপ করলে ঘোড়াও স্থির হয়। তিনি আবার পড়া শুরু করলে ঘোড়াও লাফিয়ে ওঠে। আবার চুপ হলে ঘোড়াও স্থির হয়। তিনি আবার পড়া শুরু করলে ঘোড়াও লাফিয়ে ওঠে। আবার চুপ হলে ঘোড়াও স্থির হয়। এবার তিনি থামলেন। তাঁর ছেলে ইয়াহইয়া ঘোড়ার পাশে ছিল। ছেলের ক্ষতির আশঙ্কা করে তাকে দূরে সরিয়ে নেন। অতঃপর আকাশের দিকে মাথা তুলে কিছু একটা দেখেন। সকালে মহানবি সা.-এর কাছে তিনি পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনা শুনে নবি করিম সা. বলেন, ‘‘হে ইবনে হুজাইর! তুমি পড়তে থাকতে, হে ইবনে হুজাইর! তুমি পড়তে থাকতে।’’ তিনি বলেন, ‘‘হে আল্লাহর রাসুল, আমার ভয় হচ্ছিল, ঘোড়া আমার ছেলে ইয়াহইয়াকে পদদলিত করবে। কেননা সে ঘোড়ার কাছেই ছিল। তাই ছেলের কাছে যাই। এরপর আমি মাথা ওপরে তুলে আকাশে একটা কিছুর ছায়া দেখতে পাই। তাতে অনেক বাতি ছিল। এরপর আমি বের হলে আর কোনও কিছু দেখিনি।’’ রাসুল সা. বলেন, ‘‘তুমি জানো এসব কী ছিল?’’ তিনি বলেন, ‘‘না।’’ রাসুল সা. বলেন, ‘‘তারা ফেরেশতা ছিল। তোমার আওয়াজ শুনে কাছে এসেছে। তুমি পড়তে থাকলে মানুষও তাদের দেখতে পেত। তারা মানুষের আড়ালে থাকত না।’’ (সহিহ বুখারি, হাদিস—৫০১৮)

অমৌসুমি ফল দিয়ে বন্দি সাহাবির আহার

খুবাইব বিন আদি রা.-কে কুরাইশরা বন্দি করে। খুবাইব রা. বদর যুদ্ধে হারিস বিন আমির রা.-কে হত্যা করেছিলেন। বন্দি অবস্থায় বেশ কিছুদিন তাদের কাছে কাটান। হারিসের মেয়ে বলেছেন, ‘‘আল্লাহর শপথ, আমি খুবাইবের চেয়ে উত্তম কোনও বন্দিকে কখনও দেখিনি। আল্লহর শপথ, একদিন আমি তাঁকে আঙুরের থোকা থেকে আঙুর খেতে দেখিছি। অথচ তখন তাঁকে লোহার শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া মক্কায় কোনও ফলফলাদিও নেই। নিশ্চয়ই এ ফল আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। খুবাইবের রিজিক হিসেবে তা পাঠিয়েছেন।’’ (সহিহ বুখারি, হাদিস—৩০৪৫)

সাহাবির অভিশাপ বাস্তবায়ন

হিশাম বিন উরওয়াহ তাঁর বাবা থেকে বর্ণনা করেছেন, আরওয়া বিনতে উওয়াইস রা. অভিযোগ করেন যে সাইদ বিন জায়েদ রা. তাঁর কিছু জমি নিয়েছেন। তিনি মারওয়ান বিন হাকাম রহ.-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করেন। সাইদ বলেন, ‘‘আপনি কি মনে করেন যে আমি রাসুল সা.-এর কথা শোনার পরও তাঁর জমির অংশ নেব?’’ মারওয়ান জিজ্ঞেস করেন, ‘‘আপনি রাসুল সা. থেকে কী শুনেছেন?’’ তিনি বলেন, ‘‘আমি রাসুল সা.-এর কাছে শুনেছি, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে জমির এক টুকরো নেবে, তাকে সাত স্তর পর্যন্ত জমির বেড়ি পরানো হবে।’’ মারওয়ান বলেন, ‘‘এরপর আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করব না।’’ সাইদ রা. বলেন, ‘‘হে আল্লাহ! ওই নারী মিথ্যুক হলে আপনি তাকে অন্ধ করুন এবং নিজের ভূমিতে হত্যা করুন।’’ এরপর ওই নারী দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। অতঃপর ওই নারী নিজের জমিতে হাঁটতে গিয়ে একটি গর্তে পড়ে মারা যায়। (সহিহ মুসলিম, হাদিস—১৬১০)

মিথ্যা অভিযোগে বৃদ্ধের শাস্তি

জাবির বিন সামুরা রা. বর্ণনা করেন, ওমর রা.-এর শাসনামলে কুফার কিছু লোক সাদ রা.-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করে যে সাদ জিহাদে অংশ নেয় না, সমানভাবে বণ্টন করে না, ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে বিচার করে না। এ কথা শুনে সাদ রা. বলেন, ‘‘আল্লাহর শপথ, আমি তিনটি দোয়া করছি। হে আল্লাহ, আপনার এই বান্দা লৌকিকতা ও অহংকারবশত মিথ্যা কথা বললে আপনি তার জীবন দীর্ঘ করুন, তার অভাব দীর্ঘ করুন এবং তাকে বিভিন্ন পরীক্ষায় নিপতিত করুন।’’ ওই লোককে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলত, ‘‘সাদ আমাকে অভিশাপ দিয়েছে।’’

আবদুল মালিক বর্ণনা করেন, পরে আমি ওই লোককে দেখেছি যে বার্ধক্যে তার ভ্রু চোখের ওপর নুয়ে পড়েছে। এ ছাড়া সে রাস্তায় তরুণীদের চোখের ইশারায় চিমটি কাটত।

(সহিহ বুখারি,হাদিস— ৭৫৫)

শান্তির আগমন

ছোটোগল্প

মনসুর আলি

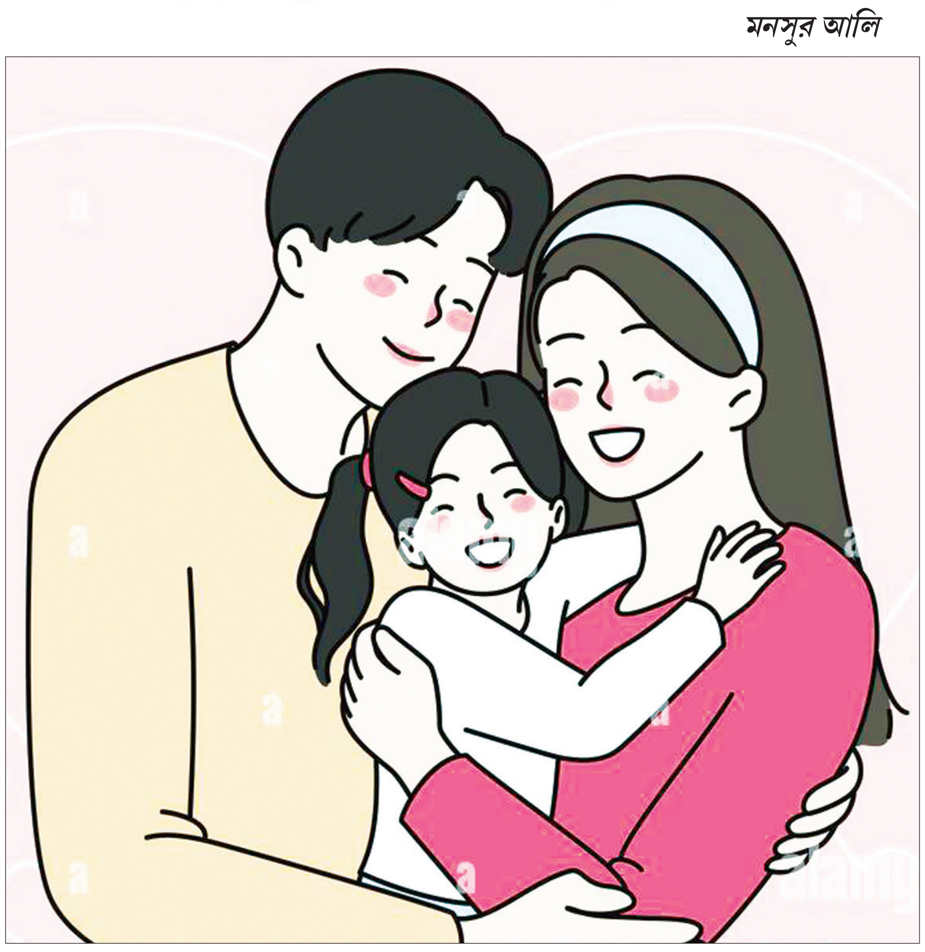

অনন্যর সাথে শুভ্রার ঝগড়া হত না এমন দিন ছিল না। সামান্য সামান্য কারণে বেধে যেতে তুমুল বিবাদ। ভালো চাকরি করা সত্ত্বেও সংসারে যেন শান্তির বড় অভাব ছিল।

আজ থেকে তিন মাস আগে, একদিন অনন্য অফিস থেকে ফিরে শুভ্রাকে দুম করে বলে বসল, ‘ডিয়ারি, এবারে একটা অন্যরকম কিছু ঘটতে চলেছে যেটা তুমি পছন্দ করবে না।’

বিছানায় বসে উপন্যাস পড়ায় মগ্ন সুশ্রী ফর্সা টুকটুকে মেয়ে শুভ্রা কিছুটা আনমনে বলল, ‘কী ব্যাপার শুনি আগে। তারপর যা বলার বলব।’

গায়ের জামা খুলতে খুলতে অনন্য বলল, ‘এবারের পুরী ট্যুরটা আমাদের ক্যানসেল করতে হবে। তাছাড়া আর কোনও উপায় দেখছি না। ওই সময় অফিসের পিকনিক আছে। আমায় ওরা ভীষণ দায়িত্ব দিয়েছে। প্রায় একশো লোকের আয়োজন। আমার মাথা খারাপ হয়ে যেতে বসেছে।’

‘থাকো তোমার অফিস আর অফিসের পিকনিক নিয়ে। কেন আমাকে তাহলে ছ’মাস আগে থেকে আশা দিয়ে এতদূর এলে? আমি কি বলেছিলাম তোমাকে পুরী যাবার কথা প্রথমে? তুমিই তো তুলেছিলে কথাটা। এখন এমন বলছ? তুমি কেমন আমার জানা হয়ে গেছে। যাও আমার সাথে আর কথা বলবে না। ইদানীং আমার একা থাকার খুব প্রয়োজন। আমার কিচ্ছুটি ভালো লাগছে না। এবার মনে হয় আমাকে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে চিকিৎসার জন্য যেতে হবে। পাগল হতে শুধু বাকি। এই একটা মানুষে আমাকে শেষ করে দিল। ক’দিন আগে বলল, সিনেমা দেখতে যাওয়া হবে। কলকাতায়। পরদিন বলছে, ভালো লাগছে না। দূর! এমন লোকের কোনও দাম আছে নাকি? যার কথার কোনও দাম নেই, সে আবার কেমন মানুষ হবে?’

শুভ্রার এই কথায় অনন্য মনে মনে বলতে লাগল, ‘মুশকিল হয়ে গেল এই বুঝি! কী করি এবার?’

তড়িঘড়ি সে বলে বসল, ‘আচ্ছা আমি তো বলেইছি তোমাকে পিকনিকে নিয়ে যাব।’

শুভ্রা অমনি বলে উঠল, ‘কেন, তোমাদের পিকনিকটা কি উইথ ফ্যামিলি?’

অনন্য আর কী বলবে। সত্যি কথাটা বলেই দিল, ‘না।’

‘আর কারও বউ যাচ্ছে না। আমি কী করতে যাব? আমার যাওয়া শোভা পায়? কাণ্ডজ্ঞান আর হ’ল না। কার সাথে ঘর করছি!’ শুভ্রার এই কথায় অনন্য ফিক করে হেসে ফেলে বলল, ‘বেলের শরবতটা বানিয়েছ?’

শুভ্রা ফেটে পড়ে, ‘না বানিয়ে থাকতে পারি? আমি তো চাকর। যাও রান্নাঘরে আছে, গিয়ে খেয়ে নাও।’

যেমন বুনো ওল তেমন বাঘা তেঁতুল।

অনন্যর বাবা মারা গেছেন তিন বছর আগে। হার্টের রোগ ছিল। মা’ও চলে গেছেন। এই নিয়ে একবছর। এখন এই পরিবারে সাপ-নেউলের মতো দিন কাটে ওদের। ওদের ঝগড়ার কারণে পাশের বাড়ির ভবেন সামন্ত তো ভীষণ অতিষ্ঠ।

পরশুদিন যখন এদের তুমুল ঝগড়া চলছিল তিনি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, ‘এই অনন্য, আবার গোল বাধিয়েছিস? আর শুভ্রা মা তোকেও বলি, একটু মানিয়ে নিলে ঝামেলা চুকে যায়। ছেলেরা অমন একটু মেজাজ হারায় মাঝে-মাঝে। তোরা মেয়েরা কোমল মনের। একটু মানিয়ে নিতে হবে তো। এমন করে?’

শুভ্রাও চেঁচায়, ‘ও জেঠু, তোমার ভাইপো তো ধোয়া তুলসিপাতা। একদিন আমাদের বাড়িতে থেকে সব নিজে চোখে দেখো। তোমার আমন্ত্রণ রইল। তারপর বোলো।’

ভবেন সামন্ত মনে মনে ভাবেন, বাবা রে! এ মেয়ের সাথে পারা যাবে না। তাও তিনি শুভ্রার প্রতি সুর নরম করেন। বলেন, ‘মা একটু মাথা ঠান্ডা কর।’

ভবেন সামন্ত ভালোই জানেন, শুভ্রার মতো ভালো মেয়ে এই পৃথিবীতে সহজে মেলে না। তাই ওর ওপর তিনি কোনওদিনই রাগ করেন না। সবসময় একটা সহজাত স্নেহময়তা ওর জন্য তাঁর মনে বিরাজ করে চলে।

বর্তমানে শুভ্রা অন্তঃসত্ত্বা। ওদের দু’জনের মধ্যে সব কেমন যেন নিমেষে বদলে গেল। অনন্য আর শুভ্রার অনভিপ্রেত আচরণ করে না। আর তার ফলে শুভ্রাও তেমন খেপামি দেখায় না। সে সবসময় স্বামীর যত্ন নেয়। সংসারে এক ধরনের নির্মল প্রশান্তি বিরাজ করে চলেছে সর্বক্ষণ।

অনন্য সঠিক সময়ে অফিস থেকে ঘরে ফেরে। দেরি করে না। সিগারেট তেমন খায় না। বলতে গেলে দিনে হয়তো একটা বা জোর দুটো। শুভ্রা যা বলে তাই করে। যেমন হাটবাজার গুছিয়ে করে, ছুটি থাকলে বাড়ির টুকিটাকি কাজ করে।

সেদিন ভবেন সামন্ত আসলেন ওদের বাড়িতে। অনন্য ড্রয়িং রুমে সোফায় শান্ত মনে বসে ছিল। ভবেনবাবু বললেন, ‘ও অনন্য, আজ অফিস যাসনি?’

অনন্য বলল, ‘জেঠু আজ তো রবিবার।’

ভবেন সামন্ত বললেন, ‘ও হ্যাঁ তাই তো। আমার একেবারেই মনে ছিল না রে। আচ্ছা তোদের দু’জনের আর ঝগড়া-টগড়া তো তেমন শুনতে পাই না? কীভাবে এমন হয়ে গেলি রে তোরা? তবে যাইহোক এ খুব ভালো খবর।’

শুভ্রা ছাদ থেকে বলল, ‘পরিবারে নতুন সদস্য আসছে তো। তাই জেঠু।’

ভবেনবাবু বললেন, ‘শোন একটা কথা বলি তোদের। শুভ্রা মা কিন্তু ভুল কথা কিছু বলেনি। পরিবারে একজন আসছে। সে ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, তার কিন্তু শুভ লক্ষণ আছেই। আমার তাই মনে হয়। নয়তো তোদের সংসারে এমন সুন্দর শান্তি আসে কী করে? যেখানে দিনে চারবার ঝগড়া আর জিনিস ভাঙাভাঙি চলত। আমি একটা কথা বলি শোন, ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, তার নাম রাখবি ‘শান্তি’ শব্দটা দিয়ে। ছেলে হলে নাম দিবি ‘শান্তিময়’ আর মেয়ে হলে ‘শান্তিময়ী’। কেমন?’

ওপর থেকে শুভ্রা বলে উঠল, ‘একদম জেঠু। আমাদের সন্তানের দাদুর দেওয়া নাম ফেলতে পারি? ওই নামই রাখব।’

সোফায় ভবেন সামন্তর পাশে বসে অনন্য মিটিমিটি হাসছে।

তার বাড়িতে শান্তিময় বা শান্তিময়ী আসার আগেই যেন পরম শান্তি ফিরে এল।

সমাপ্ত

কবিতা ও ছড়া

ঘুমিও না আর

ডা. নূরুল ইসলাম মোল্লা

মোয়াজ্জিনের আজান শুনে
ঘুমিও না আর ভাই
দ্বীন দুনিয়ার ভালাইটা তো
আমরা সবাই চাই ।

দুনিয়ার এই লোভ লালসায়
ডুবেই যদি থাকি
আখেরাতের সকল শান্তি
দেবেই তোমায় ফাঁকি ।

জীবন তো নয় শেষ এখানে
স্থান বদলের পালা
নেকি কেনা কমটা হলেই
আছে কঠিন জ্বালা ।

এ জগতে ফসল ফলাও
নেকি কেনার স্থান
নবির দামান ধরতে হবে
তবেই পরিত্রাণ ।

এসো সবাই তৌওবা করি
ধরি সরল পথ
ক্ষমা করে দেবেন খোদা
পুরবে মনোরথ।

ড্রয়িং খাতা

অসীম মালিক

একটা আমি শিউলি ফুলের,
সুগন্ধি এক ঘ্রাণ।
একটা আমি কাশের বনে,
দুলতে থাকা প্রাণ।

একটা আমি পেঁজা মেঘের,
ভাসতে থাকা ভেলা।
একটা আমি নয়ানজুলি,
শালুক ফুলের মেলা।

একটা আমি সবুজ ধানের,
মন কাড়া এক মাঠ।
একটা আমি শরৎকালের,
দিল খোলা এক হাট।

সকল আমি ছেলেবেলার,
স্মৃতির সবুজ পাতা।
শরৎ মেয়ে তোমায় দিলাম—
আমার ড্রয়িং খাতা।

এলিয়েনদের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবী থেকে!

এসেছে ১৮৬৩টি রেডিও সিগন্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: মহাকাশ থেকে রেডিও সিগন্যাল পাচ্ছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এক-আধবার নয় ১৮৬৩টি সিগন্যাল পেয়েছে মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। তবে কি এলিয়েনদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ফেললেন বিজ্ঞানীরা! বছরের পর বছর ধরে যে গবেষণা চলে আসছে, যে ভিনগ্রহীদের নিয়ে এত আগ্রহ, তাঁদেরকে পৃথিবীতে আনতে গবেষণার মধ্যেই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বিজ্ঞানীদের হাতে।

এলিয়েনদের নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই পৃথিবীবাসীর। ভিনগ্রহীদের খোঁজে পৃথিবীর মহাকাশ বিজ্ঞানীরা কি না করেছেন। সমস্তরকম প্রচেষ্টা তাঁরা করে যাচ্ছেন এখনও। তার মধ্যেই খবর এলিয়েন দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা গিয়েছে। পৃথিবীতে বসে মহাকাশের এক কোণ থেকে এমন কিছু রেডিও সিগন্যাল পাওয়া গিয়েছে, যা থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, এ সংকেত তাঁদেরই। একেবারে নতুন ধরনের রেডিও সংকেত পেয়ে ভিনগ্রহীদের নিয়ে আশাবাদী বিজ্ঞানীরা। এই সংকেতগুলি রেকর্ড করা হয়েছে। এই সংকেতগুলি ফাস্ট রেডিও বার্স্ট থেকে আলাদা। যেখান থেকে এই সংকেত আসছে সেখানে রেডিও টেলিস্কোপ রেখে ৯০ ঘণ্টারও বেশ সময় ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যান বিজ্ঞানীরা।

নয়া এই পর্যবেক্ষণ থেকে বিজ্ঞানীরা ৮২ ঘণ্টার মধ্যে মোট ১৮৬৩টি রেডিও সিগন্যাল রেকর্ড করতে পেরেছেন। এই সংকেতগুলি পৃথিবী থেকে বহু দূরে মহাকাশের কোনও এক কোণে থাকা গ্যালাক্সি থেকে আসছে বলে তাঁরা মনে করছেন। যে জায়গা থেকে তাঁরা এই সিগন্যাল পাচ্ছেন, তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে এফআরবি ২০২০১১২৪এ। এটি চিনের পাইভ হান্ড্রেড মিটার অ্যাপারচার স্ফেরিক্যাল রেডিও টেলিস্কোপ। চিনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিজ্ঞানী হেং শু এই সংকেতগুলিকে নিয়ে গবেষণা করছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন গ্যালাক্সিতে একটি ম্যাগনেটর বা নিউট্রন স্টার রয়েছে। সেখান থেকেই ওই সংকেত আসছে। আমেরিকা, চিনের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এই সংকেত পেয়ে উচ্ছ্বসিত। তা কল্পনার চেয়েও বেশি রহস্যময় বলে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরা।

তাঁরা এখন বোঝার চেষ্টা করছে, অন্য কোনও পৃথিবী থেকে আমাদের কাছে কোনও বার্তা আসছে নাকি! এই ফাস্ট রেডিও বার্স্ট প্রায় ১৫ বছর আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারপর থেকে এই সংকেতগুলি ক্রমাগত বিজ্ঞানীদের উত্তেজিত করেছে। এই বিস্ফোরণগুলি এত শক্তি প্রকাশ করে যা একসঙ্গে ৫০ কোটি সূর্যের সমান। বিজ্ঞানীরা জানান, শুধু মহাকাশ থেকে এই রেডিও সংকেত আসছে তা নয়, সিগন্যাল বা সংকেত পাঠানোর পাশাপাশি এটি পোলারাইজেশনও করছে। এটি ত্রিমাত্রিকভাবে মহাকাশে আলোর রশ্মি পাঠাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ওই রশ্মিগুলো নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীরা তিন সেকেন্ডের জন্য সক্রিয় সংকেত রেকর্ড করেছেন। এই সংকেত কানাডিয়ান হাইড্রোজেন ইনটেনসিটি ম্যাপিং এক্সপেরিমেন্ট দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছে।

এলিয়েনরা এ বছরই আসছেন পৃথিবীতে!

নিজস্ব প্রতিনিধি: এলিয়েনরা এসে পড়েছেন প্রায়। এ বছরই তাঁরা পৃথিবীতে নামবেন, এমনই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন টাইম ট্রাভেলাররা। তাঁরা জানিয়েছেন স্রেফ ৪ ডিসেম্বর উল্কাপাতের অপেক্ষা, তারপরই এলিয়েনরা এসে পড়বেন এই পৃথিবীতে। সম্প্রতি এনো অ্যালারিক নামে এক স্বঘোষিত টাইম ট্রাভেলর পাঁচটি ভবিষ্যদ্বাণী শেয়ার করে এই আগমন বার্তার কথা বলেছেন।

এই পাঁচ ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল এবছরই এলিয়েনদের সাক্ষাৎ পাবে বিশ্বের মানুষ। এই ডিসেম্বরেই এলিয়েনদের সঙ্গে দেখা হবে। এলিয়েনরা ৪ ডিসেম্বর একটি উল্কায় করে পৃথিবীতে অবতরণ করবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে আরও একটি সাংঘাতিক ঘটনা রয়েছে। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে ২০২৩ সালের মার্চে মাসে ৭৫০ ফুট মেগা সুনামি হবে।

ইন্টারনেটে বেশ কিছু পোস্ট বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। টুইটারে একটি সাম্প্রতির পোস্ট এই কারণেই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এক ব্যক্তি যখন নিজেকে টাইম ট্রাভেলর হিসেবে দাবি করেন এবং তিনি পাঁচটি বিস্ময়কর ও বিপর্যয়ের ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করেন, তা নিয়ে তো আকর্ষণ থাকবেই। তিনি এমন ঘটনার কথা বলছেন, যা পৃথিবীতে যুগান্তকারী হিসেবে বিবেচিত হয়। টাইম ট্রাভেলর পরিচয় দিয়ে ইনো অ্যালারিক নামে একজন শেয়ার করেছেন পাঁচ ভবিষ্যদ্বাণী। আর সেইসঙ্গে ভিডিও ক্যাপশনে লিখেছেন— অ্যাটেনশন প্লিজ! হ্যাঁ, আমি ২৬৭১ সালের একজন রিয়েল টাইম ট্রাভেলর বলছি। এই পাঁচটি তারিখ মনে রাখবেন। ২৬৭১ সালের ভ্রমণকারী হিসেবে দাবি করে তিনি বলেন, পৃথিবীতে দু-মাসের মধ্যে এলিয়েনরা এসে যাবেন। ২০২২-এর ৪ ডিসেম্বর এলিয়েনরা একটি বিশাল উল্কাপিণ্ডে পৃথিবীতে অবতরণ করবে।

এলিয়েনদের খোঁজে যখন পৃথিবীর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্রাণপাত করছেন, তখন তাঁদের হাজিরার তারিখ জানিয়ে চমকে দিয়েছেন ওই টাইম ট্রাভেলার। সেইসঙ্গে তিনি আরও একটি মহাজাগতিক ঘটনার কথা তুলে ধরেছেন। সেটিই ছিল প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী। তা হল— ৩০ নভেম্বর পৃথিবীর মতো একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার হবে। জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের দ্বারা আবিষ্কার হবে গ্রহটি। তারপর দ্বিতীয় ঘটনা হল এলিয়েনদের আগমন। আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর তৃতীয়টি ঘটবে ২০২৩-এর ৬ ফেব্রুয়ারি। সেই ভবিষ্যদ্বাণী হল, চার কিশোরের দল একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও একটি যন্ত্র আবিষ্কার করবে। সেই যন্ত্র মহাকাশে ছায়াপথের জন্য একটি ওয়ার্মহোল খুলে দেবে। তারপর মার্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭৫০ ফুটের মেগা সুনামির ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। আর পঞ্চম ভবিষ্যদ্বাণী হল একটি তিন ফুট মাকড়সা, ১৮ ফুট বিট এবং একটি ১ ফুট পিঁপড়ার আবিষ্কার হবে।

চাঁদ তৈরি হতে সময় লেগেছিল কয়েক ঘণ্টা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ। সেই চাঁদ তৈরি হতে সময় লেগেছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা! এতদিন যে ধারণা ছিল, চাঁদ তৈরি হয়েছে এক শতাধী ধরে। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। গবেষকরা জানিয়েছেন এই প্রাকৃতিক উপগ্রহের উৎপত্তির গল্প। কীভাবে চাঁদ অন্ধকার আকাশকে মোহময়ী করে তুলেছে, তাও জানিয়েছেন গবেষকরা।

পৃথিবী থেকে প্রায় ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে চাঁদ। এই চাঁদ শুধু গ্রহের মূল বিকাশকেই নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং অন্ধকার আকাশে তার উজ্জ্বল চেহারা দ্বারা আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু চাঁদ কীভাবে সৃষ্টি হল? প্রাকৃতিক উপগ্রহের উৎপত্তির রহস্যটি এখনও সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করা যায়নি। তা নিয়ে এখনও চলছে গবেষণা। তেমনই একটা গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে সম্প্রতি। গবেষকরা এখন একটি নতুন তত্ত্ব তৈরি করেছেন, যা থেকে জানা গিয়েছে নতুন এক তত্ত্ব। এই তত্ত্বে জানা গিয়েছে, পৃথিবী এবং থিয়া নামে পরিচিত মঙ্গল-আকারের গ্রহাংশের মধ্যে বিশাল সংঘর্ষের ফলে চাঁদ পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন হয়েছিল।

ডারহাম ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট ফল কম্পিউটেশনাল কসমোলজির গবেষকরা সংঘর্ষের ঘটনার সর্বোচ্চ রেডোলিউশনের সিমুলেশন তৈরি করেছেন। এখানে দেখা গিয়েছে পৃথিবী ও থিয়া থেকে উপাদান বেরিয়ে সরাসরি কক্ষপথে স্থাপন হয়েছে। এবং তা হয়েছে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। চাঁদের উৎপত্তি নিয়ে গবেষণায় সুপার কম্পিউটার সিমুলেশন তৈরি করা হয়েছে, যা প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর আগের। বিভিন্ন প্রভাব, কোণ, গতি, গ্রহের ঘূর্ণন, ভর এবং আরও অনেক কিছুতে শত শত সংঘর্ষ চালানোর জন্য সুইফট ওপেন-সোর্স কোডে সিমুলেশনগুলি তৈরি করা হয়েছিল। তাঁদের পর্যবেক্ষণগুলি দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্সে প্রকাশিত হয়েছে।

ওই দ্য অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটার্সে প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, চাঁদ ঐতিহ্যগতভাবে প্রাথমিক অবস্থায় পৃথিবীতে একটি বিশাল প্রভাব দ্বারা নির্গত ধ্বংসাবশেষ থেকে এসেছে বলে মনে করা হয়। এই ধরনের মডেলগুলি সিস্টেমের কৌণিক

ভরবেগ হিসেবে একই সময়ে পৃথিবী ও চন্দ্র শিলার অনুরূপ আইসোটোপিক রচনাগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। গবেষকরা তাঁদের বিবৃতিতে জানিয়েছেন, নিম্ন রেজোলিউশনের সিমুলেশনগুলি বৃহৎ-স্কেলে সংঘর্ষের ফলে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি মিস করতে পারে। যা আমাদেরকে গুণগতভাবে নতুন ধারণা পেতে সাহায্য করে। এই জাতীয় পর্যবেক্ষণ পূর্ববর্তী গবেষণা. সম্ভব ছিল না। তাৎক্ষণিক উপগ্রহের দৃশ্যকল্প নতুন সম্ভাবনার সূচনা করে। প্রাথমিক চন্দ্র কক্ষপথ ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য নিয়েও ব্যাখ্যা করেন গবেষকরা।

মহাকাশে এক ফ্রেমে বন্দি জোড়া গ্যালাক্সি যেন যুদ্ধরত

নিজস্ব প্রতিনিধি: নাসার হাবল টেলিস্কোপ এবার তুলে ধরল বিরল ছবি। জেমস ওয়েবের পাশাপাশি খেল দেখানো শুরু করল নাসার হাবল স্পেস টেলিস্কোপও। নাসার হাবল ও জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ মহাশূন্যের নানা অজানাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে। সম্প্রতি নাসা একটি ছবি প্রকাশ করেছে, যাতে দেখা যাচ্ছে জোড়া ছায়াপথ। এক ফ্রেমে দুই ছায়াপথ যেন যুদ্ধরত!

এই ছবি দেখে অনেক জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্যাখ্যা করেছেন, গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ দুটি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত। মহাকাশের মহাশূন্যে এক অজানা যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করেছে দুই ছায়াপথ। দুই সন্নিবিষ্ট ছায়াপথকে এক ফ্রেমে তুলে ধরে বিরল ঘটনার দৃশ্য দেখিয়েছে নাসার হাবল স্পেস টেলিস্কোপ। জেমস ওয়েবের পাশাপাশি কম যাচ্ছে না হাবলও। নাসা জানিয়েছে, হাবল টেলিস্কোপে যে জোড়া ছায়াপথের ছবি দেখা গিয়েছে তাদের নাম এআরপি-ম্যাডোর ৬০৮-৩০৩। ছবিতে জোড়া ছায়াপথকে দেখা গিয়েছে পাশাপাশি অবস্থানে। পাশাপাশি তাঁরা মহাশূন্যে ভাসমান। উভয়েই চক্রাকারে আবর্ত। আর তাঁদের অবস্থান যেন বলছে, তাঁরা যুদ্ধরত। উভয়েই সংঘর্ষের প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই বার্তা দিয়েছেন যে, উভয় গ্যালাক্সি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলেছেন।

হাবল টেলিস্কোপের ছবিতে দেখা গিয়েছে দুটি ছায়াপথে ছোটো ও বড়ো অসংখ্য নক্ষত্র রয়েছে। রয়েছে অনেক মহাজাগতিক উপাদান। তারা সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দুই ছায়াপথের চক্রে। নাসা জানিয়েছে, এই দুই গ্যালাক্সির মধ্যে মহাকর্ষজ বল ক্রিয়াশীল। দুই ছায়াপথ একে অপরকে আকর্ষণ করছে। ফলে তাদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই ঘটনাকেই নাসার বিজ্ঞানীরা মহাজাগতিক যুদ্ধ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। হাবল টেলিস্কোপের অ্যাডভান্সড ক্যামেরা ফর সার্ভিস বা এসিএস এই ছবি তুলেছে। যেখানে দুটি ছায়াপথকে দেখা যাচ্ছে সন্নিবিষ্ট অবস্থানে। পরবর্তী সময়ে এই দুই ছায়াপথ কী অবস্থানে আসে বা অবস্থান বদল করে কি না, তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন নাসার জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। হাবল ও জোমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপের মাধ্যমে ওই জোড়া ছায়াপথে নজর রাখা হবে।

মহাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যাবতীয় উপাদান পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সম্প্রতি জেমস ওয়েবের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে হাবল। শক্তিশালী এই দুই টেলিস্কোপের মাধ্যমে নানা মহাজাগতিক কাণ্ডকারখানা দেখা যাচ্ছে। শুধু জোড়া ছায়াপথ দেখিয়েই ক্ষান্ত নয় নাসার এই অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ। এই দুই টেলিস্কোপ এখন এক জোড়া ছায়াপথের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া তৃতীয় একটি গ্যালাক্সির সন্ধানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। মহাকাশ গবেষণাকে এক লহমায় বেশ কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে এই আবিষ্কার।

মেসি-রোনাল্ডোদের আধিপত্য শেষ। এবার ব্যালন ডি'ওর জয়ী রিয়াল তারকা করিম বেঞ্জেমা।

এক ওভারেই কামাল, চার শিকারে 'ওস্তাদের মার' শামির

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক ওভারেই কামাল করে দিলেন মহম্মদ শামি। আবার জাত চিনিয়ে দিলেন নিজের। বুঝিয়ে দিলেন ওস্তাদের মার দিতে একটা সুযোগই যথেষ্ট। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ওভার বল করে শামি এক ওভারে চারজনকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে জয় ছিনিয়ে আনলেন। একই সঙ্গে তিনি দাবি রাখলেন তাঁকে টি-২০ বিশ্বকাপ স্কোয়াডের বাইরে রাখা যাবে না।

মহম্মদ শামিকে নিয়ে এবার সংশয় তৈরি হয়েছিল টি-২০ বিশ্বকাপে। চোট থেকে সেরে উঠলেও ম্যাচ ফিট হওয়ার আগে ফের থাবা বসিয়েছিল করোনা। ফলে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিলেন টি-২০ বিশ্বকাপে। তবে তার থেকেও বড় কথা মহম্মদ শামিকে ব্রাত্য রাখা হয়েছিল বেশ কয়েকটি সফরে। তাঁকে ভারতের প্রথম একাদশে ভাবতে রাজি ছিলেন না নির্বাচকরা। কিন্তু মহম্মদ শামি তাঁদের মোক্ষম জবাব দিলেন মাত্র এক ওভার বলের সুযোগ পেয়েই। মহম্মদ শামিকে টি-২০ বিশ্বকাপ স্কোয়াডে না রাখা নিয়ে কম জল্পনা হয়নি। নির্বাচকদের সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। শেষপর্যন্ত শিকে ছেঁড়ে জশপ্রিত বুমরাহের ছিটকে যাওয়ার পরে। টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বুমরাহ ছিটকে যাওয়ায় ডাক পরে মহম্মদ শামির। তাঁকে এরপর

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওয়ার্ম-আপ ম্যাচে সুযোগ দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে সারা ম্যাচে বল করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। সুযোগ মেলে একেবারে শেষ ওভারে। যখন অস্ট্রেলিয়ার জয়ের জন্য চাই ৬ বলে ১১ রান। সেই ১১ রান ডিফেন্ড করে গুরুত্বপূর্ণ জয় তুলে নেন শামি। শেষ চার বলে চারজনকে প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দেন তিনি। তিনটি উইকেট শামিন নামে, একটি রান আউট করেন তিনি। এর আগে নেটে আগুন ঝরিয়েছিলেন মহম্মদ শামি। দীনেশ কার্তিককে যেভাবে বোল্ট করেন, তারপর অধিনায়ক রোহিত শর্মার সাহস হয়নি শামিকে প্রথম একাদশের বাইরে রাখার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ওভারে বল হাতে তুলে নিয়ে তিনি একপ্রকার অগ্নিপরীক্ষা দিলেন। যখন জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে ৬ বলে ১১ রান করতে হবে, তখন প্রথম দুটি বলে চার রান করেন অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটাররা। তারপরই বিরাটের অসাধারণ ওয়ান হ্যান্ডার ক্যাচে প্যাট কামিন্সকে আউট করে খেলায় ফিরে আসে ভারত। পরের বলেই রান আউট অ্যাস্টন আগর। সৌজন্য মহম্মদ শামি। তারপরের দুটি ইয়র্কারে শামি উইকেট ছিটকে দেন দুই অস্ট্রেলিয় ব্যাটার ইংলিশ ও রিসার্ডসনের।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার এই প্রস্তুতি ম্যাচের আগে ভারতীয় পেসার মহম্মস শামি একটি টুইট করেন। দলে ফিরে আসার পর বিশেষ পোস্ট শেয়ার করে শামি আবেগপ্রবণ বার্তা দেন। আর ম্যাচে এক ওভারে বলের সুযোগ পেয়েই আগুন ঝরান। মহম্মদ শামি টুইট বার্তায় বলেন, প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করেছি। বারবার বাধা সত্ত্বেও অস্ট্রেলিয়ায় টি-২০ বিশ্বকাপ দলে ফিরতে পেরেছি। ভারতীয় স্কোয়াডে ফিরে আসার থেকে ভালো অনুভূতি আর হতে পারে না। আমি বিশ্বকাপের জন্য উন্মুখ হয়ে আছি। এই টুইট বার্তা অনেকেরই হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে। আর ভারতীয় দলে ফিরে আসা নিয়ে কতটা উন্মুখ ছিল তা শামির প্রত্যাবর্তন ম্যাচে আগুন ঝরানো বোলিংই প্রমাণ। নেটেও তিনি আগুন ঝরিয়েছিলেন। কার্তিক ক্লিন বোল্ড করা ছাড়াও কোহলির বিরুদ্ধে তাঁর দ্বৈরথ জমে উঠেছিল। মাত্র দু-সপ্তাহ আগে মহম্মদ শামি করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। করোনা যে তাঁকে কাবু করতে পারেনি, তার প্রমাণও এদিন দিলেন শামি। পুরো ম্যাচে একটি ওভারও হাত ঘোরানোর সুযোগ না পেয়ে শেষ ওভারে বল তুলে নিয়েছিলেন। তারপর পুরোটাই রূপকথা। এর থেকে ভালো কামব্যাক আর হতে পারে না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ চারটি বলে উইকেট, সত্যিই স্বপ্নের কামব্যাক।

কেরালা ব্লাস্টার্সকে ৫ গোলের মালা পরাল এটিকে-মোহনবাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি: ডার্বির আগে স্বস্তির হাওয়া এটিকে-মোহনবাগান শিবিরে। চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে হারের ধাক্কা সামলে আইএসএলের নতুন মরশুমে প্রথম জয় তুলে নিল সবুজ-মেরুন শিবির। চেন্নাইয়িনের কাছে ১-২ গোলে পরাজিত হওয়ার পরে কেরালা ব্লাস্টার্স এফসিকে ৫-২ গোলে বিধ্বস্ত করে মোহনবাগান। রবিবার সবুজ-মেরুন শিবিরের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। অপর গোল দুটি করেন যথাক্রমে জনি কাউকো ও লেনি রডরিগেজ। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ডার্বির লড়াইয়ে নামার আগে এমন দুর্দান্ত পারফর্ম্যান্স নিশ্চিতভাবেই বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে মোহনবাগানকে। সেদিক থেকে দেখলে এমন ধ্বংসাত্মক পারফর্ম্যান্স দিয়ে লাল-হলুদ শিবিরকে প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল মোহনবাগান। কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচের শুরুতেই গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে মোহনবাগান। ৬ মিনিটের মাথায় সামাদের পাস থেকে মোহনবাগানের জালে বল জড়ান ইভান। তবে প্রথমার্ধেই গোল শোধ করার পাশাপাশি ২-১ গোলে এগিয়ে যায় এটিকে। ২৬ মিনিটের মাথায় হুগো বৌমাসের পাস থেকে গোল করে মোহনবাগানকে সমতায় ফেরান পেত্রাতোস। ম্যাচে এটি তাঁর প্রথম গোলে। ৩৮ মিনিটের মাথায় মনবীর সিংয়ের পাস থেকে গোল করে মোহনবাগানকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন কাউকো। দ্বিতীয়ার্ধে গোলকিপার বিশাল কাইথের ভুলে একটি গোল হজম করতে হলেও কেরালার ঘাড়ে আরও ৩টি গোল চাপিয়ে দেয় মোগহনবাগান। ৬২ মিনিটে লিস্টন কোলাকোর পাস থেকে ম্যাচে নিজের দ্বিতীয় তথা দলের হয়ে তৃতীয় গোল করেন পেত্রাতোস। এটিকে ৩-১ গোলে এগিয়ে যায়। ৮১ মিনিটে বিশালের ভুলে গোল খেয়ে বসে মোহনবাগান। রাহুল কেপির নিরীহ শটে বল ধরতেই পারেননি মোহনবাগান কিপার। তাঁর দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে বল জড়িয়ে যায় মোহনবাগানের জালে। কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচে ব্যবধান কমিয়ে ৩-২ করে।

ম্যাচে দিমিত্রি শুধু নিজেই গোল করেননি, গোল করান সতীর্থকে দিয়েও। ৮৮ মিনিটের মাথায় পেত্রাতোসের পাস থেকে কেরালার জালে বল জড়ান লেনি রডরিগেজ। মোহনবাগান ৪-২ গোলে এগিয়ে যায়। সংযোজিত সময়ে বাগানোর হয়ে ম্যাচে পঞ্চম গোলটি করেন পেত্রাতোস এবং সেই সঙ্গে নিজের হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন। ৯০ৼ২ মিনিটে দিমিত্রিকে গোলের পাস বাড়িয়ে দেন লিস্টন।

এশিয়া কাপে নয়া নজির হরমনপ্রীতের ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মারা এশিয়া কাপে হতাশ করলে কী হবে, ভারতের মেয়েরা কিন্তু শ্রীলঙ্কাকে গুঁড়িয়ে দিয়ে সপ্তম বার এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হলেন। আর এ দিন ১০ ওভারের মধ্যে জয়ের জন্য নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছে গেলেন। আর গড়ে ফেললেন নয়া নজিরও।

এই নিয়ে মাত্র দু'বার ভারত প্রথম ১০ ওভারের মধ্যে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি ম্যাচ জিতেছে। প্রথম বার এই এশিয়া কাপেই থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১০ ওভারের মধ্যে ম্যাচ জিতেছিল। আর এ দিন ফের শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ১০ ওভারের মধ্যে ম্যাচ জিতে শিরোপা ছিনিয়ে নেন হরমনপ্রীত কাউররা।

শনিবার মেয়েদের এশিয়া কাপের ফাইনালে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাত্তু। কিন্তু প্রথম থেকেই শ্রীলঙ্কার ইনিংসে ধস নামায় ভারতীয় বোলাররা। সিলেটের ২২ গজে ব্যাট করা যে কঠিন ছিল। তা বলে মাত্র ৬৫ রান! দু'অঙ্কের রান করলেন মাত্র দু'জন। সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমে ওশাদি রানাসিংহে করলেন ২০ বলে ১৩ রান। শ্রীলঙ্কার ইনিংসে সর্বোচ্চ ১০ নম্বরে ব্যাট করতে নামা ইনোকা রণবীরার ২২ বলে ১৮ রানের অপরাজিত ইনিংস। শ্রীলঙ্কার গোটা ইনিংস বাউন্ডারি হল পাঁচটি। ছক্কা মারতে পারলেন না শ্রীলঙ্কার কোনও ব্যাটারই। তবে লঙ্কা ব্রিগেডকে অল আউট করতে পারেননি ভারতীয় বোলাররা। রেণুকা সিংহ ৩ ওভারে ৫ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন। স্নেহ রানা ৪ ওভারে ১৩ রানে ২টি উইকেট এবং রাজেশ্বরী গায়কোয়াড় ৪ ওভারে ১৬ রানে ২ উইকেট নেনন।

৬৬ রানের জয়ের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে সমস্যায় পড়েন ভারতীয়রাও। শুকনো উইকেটে শুরু থেকেই বল ঘুরছিল। ওপেনার শেফালি বর্মা ৫ রান করেই সাজঘরে ফেরেন। রান পেলেন না তিন নম্বরে নামা জেমিমা রডরিগেজও (২)। উইকেটে এক দিক ধরে রেখেছিলেন সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা। তিনি চেনা আগ্রাসী মেজাজেই ব্যাট করলেন। শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকলেন ২৫ বলে ৫১ রান করে। তাঁর ব্যাট থেকে এল ছ'টি চার এবং তিনটি ছক্কা। হরমনপ্রীত কাউর অপরাজিত থাকলেন ১৪ বলে ১১ করে। শ্রীলঙ্কার কবিশা দিলহারি এবং ইনোকা রানাবীরা ১টি করে উইকেট নেন।

ভবানীপুরকে উড়িয়ে লিগ জয়ের পথে আরও এক ধাপ মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা লিগের সুপার সিক্স পর্বে দ্বিতীয় জয় মহমেডান স্পোর্টিংয়ের। রবিবার নৈহাটি স্টেডিয়ামে ভবানীপুরকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপের দিকে আরও একধাপ এগিয়ে গেল সাদা কালো ব্রিগেড। জোড়া গোল করেন মার্কাস জোসেফ। একটি গোল ওসমানে এন'দিয়ের। দু'ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে কলকাতা লিগের শীর্ষে রয়েছে সাদা-কালো ব্রিগেড।

লিগের চূড়ান্ত পর্বের প্রথম দু'টি ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল ড্র করায় চ্যাম্পিয়নশিপের দরজা খুলে গিয়েছে মহমেডানের সামনে। প্রথম ম্যাচে এরিয়ানকে হারানোর পর এ দিন ভবানীপুরকেও পরাস্ত করে খেতাবের এক নম্বর দাবিদার হয়ে উঠেছে মহমেডান। বাকি দু'টি ম্যাচে কোনও অঘটন না ঘটলে, আরও একবার ঘরোয়া লিগ জয়ের হাতছানি রয়েছে সাদা কালো ব্রিগেডের সামনে। প্রসঙ্গত, গত বছরই কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মহমেডান।

এ দিনের ম্যাচে আগাগোড়াই আধিপত্য ছিল মহমেডানের।

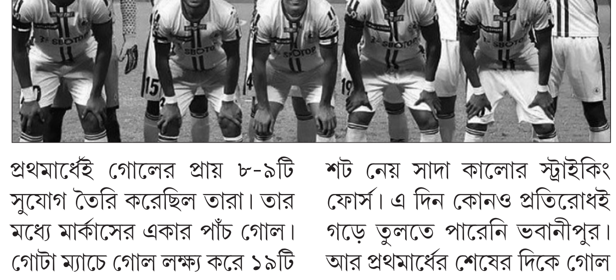

প্রথমার্ধেই গোলের প্রায় ৮-৯টি সুযোগ তৈরি করেছিল তারা। তার মধ্যে মার্কাসের একার পাঁচ গোল। গোটা ম্যাচে গোল লক্ষ্য করে ১৯টি শট নেয় সাদা কালোর স্ট্রাইকিং ফোর্স। এ দিন কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি ভবানীপুর। আর প্রথমার্ধের শেষের দিকে গোল খেয়ে যায় তারা। বিরতির ঠিক আগে প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে ডান দিক থেকে জুডিকার ভাসানো ক্রসে হেডে গোল করে মহমেডানকে এগিয়ে দেন মার্কাস জোসেফ। এই গোলের পরেই ভবানীপুর খেলা থেকে ধীরে ধীরে আরও হারিয়ে যায়।

এক গোলে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধে আরও আক্রমণাত্মক মেজাজেই শুরু করে সাদা-কালো ব্রিগেড। শুরু করায় মহমেডান এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও একেবারেই রক্ষণাত্মক মানসিকতার ছাপ পড়েনি মহমেডানের খেলায়। বেশ কয়েকটি গোলের সুযোগও নষ্ট করে তারা। ৬৮ মিনিটের মাথায় পেনাল্টি থেকে ফের গোল করেন ত্রিনিদাদ টোবাগোর স্ট্রাইকার। প্রীতমের শট বক্সের মধ্যে ক্রিজোর হাতে লাগে। পেনাল্টি দেন রেফারি। স্পট কিক থেকে ২-০ করেন মার্কাস। ম্যাচের ৭২ মিনিটে ৩-০ করেন ওসমানে। অভিষেকের ক্রস থেকে গোল করেন তিনি। ম্যাচের ৮৩ মিনিটে চতুর্থ গোল পেতে পারত মহমেডান। কিন্তু কিন লুইস থেকে জুডিকার শট পোস্টে লাগে।

PATAKA

A COMPLETE CARE MULTI-SPECIALITY HOSPITAL THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY: GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER
FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC
NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL
& DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

Printed and Published by Syed Ruhul Amin on Behalf og 'The Voice of Wadi', Pratappur Darbar Sharif, Panskura, Purba Medinipur, Pin-721151,
Editor : **Syed Ruhul Amin**, Ph.:+91 3228 252234, Telefax: +91 3224 254278. Email: thevoiceofwadi@gmail,com